৮ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৯ ❖ ৬-১২ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নারী অভিশাপ নয় আশীর্বাদ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস এর গুরুত্ব ও আমাদের কর্তব্য

অমর একুশের বইমেলায় খ্রিস্টান লেখকেরা

খ্রিস্টান নারীদের সাহিত্য চর্চা

গ্রন্থমেলা: বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ

ক্যাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ - ২০২২

১ জানুয়ারি - ঈশ্বরের জননী কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তি দিবস
২ জানুয়ারি - প্রভু যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
৯ জানুয়ারি - প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান পর্ব
(১৮-২৫- খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহ)
২৫ জানুয়ারি - সাধু পলের মন পরিবর্তনের পর্ব
৩০ জানুয়ারি - পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস
২ ফেব্রুয়ারি - প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি - বিশ্ব রোগী দিবস, লুর্দের রাণী মারীয়ার পর্ব
২ মার্চ- ভস্ম বুধবার
১৮ মার্চ- আর্চবিশপ মাইকেলের মৃত্যুবার্ষিকী
১৯ মার্চ- সাধু যোসেফের মহাপর্ব
২৫ মার্চ- দূতসংবাদ মহাপর্ব
২৭ মার্চ- কারিতাস দিবস
১০ এপ্রিল- তালপত্র রবিবার
১৪ এপ্রিল- পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
১৫ এপ্রিল- পুণ্য শুক্রবার
১৬ এপ্রিল- পুণ্য শনিবার
১৭ এপ্রিল-পুনরুত্থান দিবস
১১ এপ্রিল- ঐশ করুণার পর্ব
৮ মে- আহ্বান দিবস, উত্তম মেষপালক রবিবার
১৩ মে- ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
২৯ মে- প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব, বিশ্ব যোগাযোগ দিবস
৫ জুন- পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
১২ জুন- পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
১৯ জুন- প্রভুর পুণ্য দেহ ও রক্তের মহাপর্ব
২৩ জুন- দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব পর্ব
২৪ জুন- যিশুর পবিত্র হৃদয়ের মহাপর্ব
২৫ জুন- মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের পর্ব
৪ আগস্ট- সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের পর্ব
৬ আগস্ট- যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ আগস্ট- কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২ সেপ্টেম্বর- আর্চবিশপ টিএ পাঞ্জুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর- কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর- কুমারী মারীয়ার জন্ম উৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর- পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
১৫ সেপ্টেম্বর- শোকার্ত জননী মারীয়ার স্মরণ দিবস
২৭ সেপ্টেম্বর- সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর- মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল ও গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর- ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর- রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস
৪ অক্টোবর- আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব ও বিশ্ব শিশু দিবস
৭ অক্টোবর- জপমালা রাণীর স্মরণ দিবস
২৪ অক্টোবর- বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
১ নভেম্বর- নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহা পর্ব
২ নভেম্বর- পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ নভেম্বর- লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
২০ নভেম্বর- খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
২৭ নভেম্বর- আগমন কালের প্রথম রবিবার
৬ ডিসেম্বর- বাইবেল দিবস
৮ ডিসেম্বর- অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব
২৫ ডিসেম্বর- শুভ বড়দিন
২৯ ডিসেম্বর- পবিত্র পরিবারের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে দিবসসমূহ - ২০২২

১৪ ফেব্রুয়ারি- পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালবাসা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ মার্চ- নারী দিবস
১৭ মার্চ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন
২২ মার্চ- বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ- বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
২৬ মার্চ- মহান স্বাধীনতা দিবস
৭ এপ্রিল- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ এপ্রিল- বাংলা নববর্ষ
২২ এপ্রিল- বিশ্ব ধরিত্রী দিবস
২৩ এপ্রিল- বিশ্ব বই দিবস
১ মে- আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে- ঈদ-উল-ফিতর
৩ মে- বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৭ মে- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
৮ মে- মা দিবস
১২ মে- আন্তর্জাতিক নার্স দিবস
১৫ মে- আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ মে- জাতীয় কবি কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ মে- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস
৫ জুন- বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৯ জুন- বাবা দিবস
২০ জুন- বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস
২৬ জুন- মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
২ জুলাই- আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (জুলাই মাসের ১ম শনিবার)
১০ জুলাই- ঈদ-উল-আযহা
১১ জুলাই- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৩০ জুলাই- মহরম (আশুরা)
১ আগস্ট- বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
১ আগস্ট- বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
৯ আগস্ট- বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট- আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৫ আগস্ট- জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
১৯ আগস্ট- জন্মাষ্টমী
৮ সেপ্টেম্বর- আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
১ অক্টোবর- আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৩ অক্টোবর- বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার)
৪ অক্টোবর- বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
৫ অক্টোবর- বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৯ অক্টোবর- ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী
১০ অক্টোবর- বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৬ অক্টোবর- বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর- আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরিকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর- জাতিসংঘ দিবস
১৪ নভেম্বর- বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর- বিশ্ব এইডস্ দিবস
৩ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর- আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর- বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ ডিসেম্বর- বিজয় দিবস

বিঃদ্রঃ নির্দিষ্ট দিবসের ১৫ দিন পূর্বে আপনার লেখাটি আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। কেননা, "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"- তে বিশেষ দিবসটির সংখ্যা এক সপ্তাহ পূর্বে ছাপা হয়।।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ০৯
৬ - ১২ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২১ - ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে সমতা ও সম্মানের অনুশীলন হোক

করোনা ভাইরাসের ভীতি কাটিয়ে ওঠার আগেই বিশ্ব আবারো শঙ্কিত হয়ে পড়েছে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে। এই যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে কিনা তা এখন সর্বমহলের কাছেই জিজ্ঞাসা। কূটনৈতিক সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় রাশিয়ার একগুঁয়েমিপনার কারণে। ফলশ্রুতিতে রাশিয়া আগ্রাসী হয়ে ইউক্রেন দখলের জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। তাণ্ডবলীলা চালায় ক্ষুদ্র ইউক্রেনে। রুশ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে লাখ লাখ মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো ইউক্রেনীয়দের গ্রহণ ও বরণ করার মধ্যদিয়ে মানবতা এখনো দৃশ্যমান করে রাখছে। অতীতের স্মৃতি এবং প্রাধান্য ফিরে পাবার অদম্য ইচ্ছা রাশিয়াকে অসম ও অন্যায্য হয়ে ওঠতে প্রভাবিত করেছে। রুশ সরকার যেকোন মূল্যে ইউক্রেনে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও রাশিয়ার অনেক মানুষই সরকারের এই নীতির সমালোচনা করছেন। ইউক্রেনে তারা আগ্রাসন চান না। রাশিয়ার ও ইউক্রেনের মধ্যে সামরিক শক্তিতে যোজন যোজন পার্থক্য। ইউক্রেন ন্যাটো জোটে যাবে এবং ন্যাটোতে গেলে নিজেদের নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়তে পারে - এ ধারণার বশবর্তী হয়ে রাশিয়া আক্রমণ চালায়। রাশিয়া ইউক্রেনের সরকার ও জনগণের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এবং নিজেদের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব চাপিয়ে দিতে চায়। রাশিয়া ও ইউক্রেন একসময় বৃহত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত ছিল। উভয় দেশের জনগণের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত অনেক মিল। তথাপি নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও প্রাধান্য বিস্তার করতে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে তাদের অন্যায্য, বৈষম্যমূলক ও সম্মানহীনতার মনোভাব প্রকাশ করেছে। যার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বৈশ্বিক দ্বন্দ্ব ও তীব্র সংকট। বিশ্ব বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হবার একটি সম্ভাবনা তৈরি করেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। বিশ্বনেতা পোপ ফ্রান্সিসের সাথে একাত্ম হয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেনো এগিয়ে আসেন। নেতৃবর্গ যেনো পারস্পরিক আলোচনা, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক শিঘ্রই একটি সমঝোতায় আসতে পারে। তারজন্যে সকল জনতা প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকারের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচ্না করে যাবো।

সমতা ও সম্মানের মূল্যবোধ আসলে পরিবার থেকেই গড়ে ওঠে। আমাদের দেশের পরিবারগুলো পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ছিল এবং এখনো তা তীব্রভাবে পরীলক্ষিত হয়। অনেক পরিবারে ছেলে সন্তানকে আশীর্বাদ এবং মেয়ে সন্তানকে অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ছেলে সন্তানদেরকে একটু বেশি মর্যাদা দিয়ে আদর যত্নে গড়ে তোলা হয়। এমনিভাবে অসমতা ও অসম্মানের চর্চা শুরু হয় পরিবার থেকে। একই পিতামাতার সন্তান হয়েও শুধুমাত্র লৈঙ্গিক কারণে ছেলে-মেয়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন অনেক পিতামাতা। বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলগুলোতে। ছেলে না থাকলে বংশপ্রদীপ রক্ষা পাবে না এ ধূয়ো তুলে যে বিভাজন তৈরি করা হয় তা মানব জীবনের জন্য উপকারী নয়। নারী বা পুরুষ যা-ই হোক না কেন - মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। কেননা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আদিতে মানবকে নর ও নারী করেই সৃষ্টি করেছেন। নারীর গৌরব নারীত্বে। কিন্তু তার মর্যাদা তিনি মানুষ। নারী পুরুষ একজন আরেকজনের পরিপূরক। পরিবারে নারীর অবদান অত্যন্ত বেশি হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মর্যাদায় নারী গৌণ। তাই নারীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও সমান অধিকার প্রদান করার আহ্বান জানিয়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। মনে রাখতে হবে নারীকে সহযোগিতা করা কোন বিশেষ সুবিধা নয়, বরং নারীর অধিকার সেটি। নারী-পুরুষ উভয়েই নিজ অধিকার ও সম্মান রক্ষায় সর্বদা সচেতন থাকবেনা। একজন নারী যেন অন্য নারীর মর্যাদা ও সম্মানহানির কোন কাজ না করেন। নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সহ-অবস্থান করুক। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হোক প্রতিটি পরিবারে ও সমাজে। নারী-পুরুষের সমতা থাকলেই আসবে প্রগতি।

অমর একুশের বইমেলা ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ হয়ে আমাদেরকে আলোকিত হবার সুযোগ দিচ্ছে। বাংলা একাডেমির অমর একুশের বইমেলা লক্ষ প্রাণকে এক কাতারে যেমনি নিয়ে আসে তেমনি জ্ঞান আহরণের সুযোগও নিয়ে আসে। অনেক নতুন নতুন বই প্রকাশিত হয় এ সময়ে। শুধু ঢাকাতে সীমাবদ্ধ না রেখে অমর একুশের বইমেলা বাংলাদেশের বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে পরেছে। যা জাতির জন্য সত্যিই শুভ দিক। এতে করে বইবিমুখ বাঙালি জাতি নিজেদের দুর্বলতার বিষয়ে সচেতন হবে। মূলত সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় একুশের বইমেলা হলেও কোন কোন স্থানে ব্যক্তিদের উদ্যোগেও বইমেলার আয়োজন করা হয়। কয়েকজন খ্রিস্টান যুবকের বইয়ের ডাক আন্দোলনের বই মেলার আয়োজন সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। মাণ্ডলিকভাবেও ধর্মপ্রদেশ বা জাতীয়ভাবেও বইমেলা বা সংস্কৃতিমেলা আয়োজন করার সময় এসেছে এবার। এবারের একুশের বইমেলার খ্রিস্টান লেখকদের প্রায় ২ ডজন নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। যা সত্যিই অনেক আনন্দের। লেখকদের সাধুবাদ জানাই। তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরো পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। মনে রাখতে হবে, জ্ঞান না বাড়লে আমাদের মানসিক ও মূল্যবোধের উন্নতি হবে না আর সমতাও আসবে না। †

উত্তরে যীশু তাকে বললেন, 'লেখা আছে মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না'। - লুক ৪:৪

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
৬ - ১২ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৬ মার্চ, রবিবার
২ বিব ২৬: ৪-১০, সাম ৯১: ১-২, ১০-১৫, রোমীয় ১০: ৮-১৩, লুক ৪: ১-১৩

৭ মার্চ, সোমবার
লেবীয় ১৯: ১-২, ১১-১৮, সাম ১৯: ৮-১০, ১৫, মথি ২৫: ৩১-৪৬

৮ মার্চ, মঙ্গলবার
ইসা ৫৫: ১০-১১, সাম ৩৪: ৩-৬, ১৫-১৮, মথি ৬: ৭-১৫

৯ মার্চ, বুধবার
যোনা ৩: ১-১০, সাম ৫১: ১-২, ১০-১১, ১৬-১৭, লুক ১১: ২৯-৩২

১০ মার্চ, বৃহস্পতিবার
এস্থার ৪: ১, ৩-৫, ১২-১৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৭গ-৮, মথি ৭: ৭-১২

১১ মার্চ, শুক্রবার
এজিকেল ১৮: ২১-২৮, সাম ১৩০: ১-৮, মথি ৫: ২০-২৬

১২ মার্চ, শনিবার
২ বিব ২৬: ১৬-১৯, সাম ১১৯: ১-২, ৪-৫, ৭-৮, মথি ৫: ৪৩-৪৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৬ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৬০ সিস্টার এম করুণা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭২ বিশপ ওবের্ট যোসেফ পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ ফাদার জেন ডরিস মাকত্তি সিএসসি (ঢাকা)

৭ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৭১ ফাদার রিচার্ড ডি' প্যাট্রিক সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার রবার্ট লাভে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৮ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯২৮ সিস্টার এম ব্রিজেট হল সিএসসি
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী ফিলোমিনা এসএমআরএ

৯ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৮১ সিস্টার লাওড়া সাচেল্লা এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯০ ফাদার রবার্ট মিক্কি সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার স্টেফান গমেজ সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৩০ ফাদার সিনাই শাচ সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফাদার যোসেফ পি দত্ত (ঢাকা)
+ ২০০৫ সিস্টার মেরী মনিকা এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৭ সিস্টার মারী লুসি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১১ মার্চ, শুক্রবার
+ ১৯৪১ সিস্টার মেরী ভিতুস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম এয়োসেবিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম ডিক্লেন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ সিস্টার মিকেলিনা রেজিনা কিস্কু সিআইসি (দিনাজপুর)

ধারা-৩

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

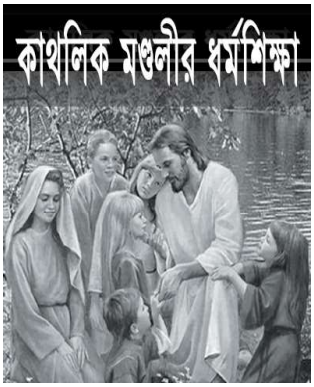

সংস্কার

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও পিতার মহিমাস্তুতি

১৩৫৯: খ্রীষ্টপ্রসাদ, যা খ্রীষ্টের ক্রুশমৃত্যু দ্বারা সম্পাদিত আমাদের পরিত্রাণের সংস্কার, তা সৃষ্টিকাজের জন্য কৃতজ্ঞতা সহকারে মহিমাস্তুতি নিবেদনেরও বলিদান। খ্রীষ্টপ্রসাদীয় যজ্ঞনিবেদনে, ঈশ্বরের ভালবাসার সমগ্র সৃষ্টি খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে পিতার কাছে উপস্থাপন করা হয়। সৃষ্টবস্তু এবং মানবতার মধ্যে ঈশ্বর যা কিছু উত্তম, সুন্দর ও যথার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন তার জন্য খ্রীষ্টের মাধ্যমে মণ্ডলী কৃতজ্ঞচিত্তে মহিমাস্তুতির নৈবেদ্য অর্পণ করতে পারে।

১৩৬০: খ্রীষ্টপ্রসাদ হল পরমপিতার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সংস্কার, একটি 'ধন্য'বাদ, যার মাধ্যমে খ্রীষ্টমণ্ডলী ঈশ্বরের নিকট তাঁর সকল উপকারের জন্য, সৃষ্টি, পরিত্রাণ ও পবিত্রীকরণের মাধ্যমে তিনি যা কিছু সম্পন্ন করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। খ্রীষ্টপ্রসাদের অর্থ হলো প্রথমতঃ "কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন।"

১৩৬১: খ্রীষ্টপ্রসাদ আবার মহিমাস্তুতিরও যজ্ঞবলি যার দ্বারা সকল সৃষ্টির নামে খ্রীষ্টমণ্ডলী ঈশ্বরের গৌরবগান করে। মহিমাস্তুতিরও যজ্ঞবলি খ্রীষ্টের মাধ্যমেই মাত্র সম্ভব: বিশ্বাসীদের তিনি তাঁর আপন ব্যক্তিকে, তাঁর প্রশংসায় ও তাঁর আবেদনে একত্রে সম্মিলিত করেন, যাতে মহিমাস্তুতির বলিদান খ্রীষ্টের দ্বারা এবং তাঁর সঙ্গে, পিতার কাছে অর্পিত এবং তাঁর মধ্যে গৃহিত হয়।

খ্রীষ্ট এবং তাঁর দেহ, অর্থাৎ খ্রীষ্টমণ্ডলীর বলিদানের স্মারক-অনুষ্ঠান

১৩৬২: খ্রীষ্টপ্রসাদ হল খ্রীষ্টের নিস্তরণ-ঘটনার স্মারক-অনুষ্ঠান, যেখানে তাঁর দেহ, অর্থাৎ খ্রীষ্টমণ্ডলীর উপাসনা-অনুষ্ঠানে তাঁর অনন্য যজ্ঞবলির বাস্তবায়ন ও তার সংস্কারীয় অর্পণ। সকল যজ্ঞ নিবেদনের প্রার্থনায় প্রতিষ্ঠা-বাক্যের পর আমরা একটি প্রার্থনা পাই যাকে বলা হয় 'ত্রাণকর্মের স্মারক-প্রার্থনা' বা স্মারক-অনুষ্ঠান।

১৩৬৩: পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ অনুসারে স্মারক-অনুষ্ঠান শুধুমাত্র অতীত ঘটনার স্মৃতিচারণ নয়, কিন্তু তা হল মানুষের জন্য ঈশ্বর সম্পাদিত মহান কীর্তির ঘোষণা। এই ঘটনাগুলোর আনুষ্ঠানিক উপাসনায় সে সব ঘটনা একভাবে উপস্থিত ও বাস্তব হয়ে ওঠে। ইস্রায়েল জাতি মিশর থেকে তাদের মুক্তি এভাবেই বুঝে থাকে: প্রতিবার নিস্তার-পর্ব পালনে তাদের মহাযাত্রার ঘটনাই বিশ্বাসীদের স্মরণে আনা হয় যাতে তারা তাদের জীবনযাত্রাকে অনুরূপ ক'রে তুলতে পারে।

১৩৬৪: নবসন্ধিতে, স্মারক-অনুষ্ঠান নতুন অর্থ প্রদান করে। খ্রীষ্টমণ্ডলী যখন খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে তখন খ্রীষ্টের নিস্তরণ-ঘটনাই স্মরণ করে এবং তা উপস্থিত করে: যে "ক্রুশীয় বলিদান খ্রীষ্ট সব সময়ের জন্য একবারই অর্পণ করেছেন তা নিত্য বিরাজ করে। "ক্রুশীয় বলিদান, যার দ্বারা আমাদের বলির মেষ খ্রীষ্ট বলিকৃত হয়েছিলেন, যতবারই যজ্ঞবেদীতে অনুষ্ঠিত হয়, ততবারই আমাদের মুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়।"

১৩৬৫: যেহেতু সংস্কারটি খ্রীষ্টের নিস্তরণের স্মারক-অনুষ্ঠান সেহেতু খ্রীষ্টপ্রসাদ বলিদানও বটে। খ্রীষ্টপ্রসাদের যজ্ঞীয় বৈশিষ্ট্য তার প্রতিষ্ঠা-বাক্যের মধ্যে সুস্পষ্ট: "এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য সমর্পিত" এবং "এই পাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি, যে-রক্ত তোমাদেরই জন্য পাতিত হবে!" খ্রীষ্টযাগে খ্রীষ্ট আমাদেরকে তাঁর সেই দেহই দান করেন যা তিনি ক্রুশে দান করেছেন, তিনি দান করেন সেই রক্ত যা "অনেকের জন্য পাপ মোচনের উদ্দেশে পাতিত"॥

ফাদার তিয়াস আগষ্টিন গমেজ সিএসসি

তপস্যাকালে ২য় রবিবার

১ম পাঠঃ আদি ১৫:৫-১২, ১৭-১৮

২য় পাঠঃ ফিলিপীয় ৩:১৭-৪:১ (অথবা, ৩:২০-৪:১)

মঙ্গলসমাচারঃ লুক ৯: ২৮-৩৬

প্রশ্চিত্তকালের ২য় রবিবার আমরা যিশুর দিব্য রূপান্তর কাহিনীটি শুনে থাকি। মঙ্গলসমাচার রচয়িতা মথি, মার্ক ও লুক প্রত্যেকেই যিশুর দিব্য রূপান্তরের ঘটনাটি তাদের মঙ্গলসমাচারে বর্ননা করেছেন। এই কাহিনীটি মূলত তপস্যা কালের প্রথম দিকেই তপস্যাকালের সমাপ্তির একটি আভাস আমাদের দেয়। যিশু যে আমাদের পাপের বোঝা নিজ কাঁধে নিয়ে মৃত্যু বরণ করবেন ও আমাদের পাপের কালিমা ধৌত করে শুভ্রবসনে গৌরবময় ভাবে পুনরুত্থিত হবেন, দিব্য রূপান্তরের ঘটনাটি আমাদের কাছে সেই কথাই তপস্যাকালের ২য় রবিবারে ব্যক্ত করে।

আজকের মঙ্গলসমাচারে যিশুর দিব্য রূপান্তরের কাহিনীটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষন করে। প্রথমত, প্রার্থনা এবং দ্বিতীয়ত, নিজেদের জীবনের রূপান্তর। প্রার্থনা তপস্যাকালে প্রধান তিনটি পুণ্য ক্রিয়া: দান, উপবাস ও প্রার্থনা মধ্যে একটি। আজকের সাম সঙ্গীতসহ চারটি পাঠেই প্রার্থনার বিষয়টি অতিব গুরত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছে। আজকের প্রথম পাঠে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর আব্রাহামকে তাবুর বাইরে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথোপকথন করছেন। এটাই হল প্রার্থনা। আমরা প্রার্থনার সময় স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি সবকিছু জানেন ও শুনেন তাঁর সঙ্গে কথে াপকথন করি। আমরা সামসঙ্গীতে শুনতে পাই যে, রাজা দাউদ বিপদের সম্মুখীন হয়ে ঈশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন, "ভগবান আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, কার ভয়ে হব ভীত? ভগবান আমার জীবনের রক্ষাপ্রাচীর; কার ত্রাসে হব এস্ত?... ওগো, দয়া কর, দাও সাড়া।" তাহলে রাজা দাউদ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ভগবানের কাছে আশ্রয় ও সহায্যের জন্য মিনতি প্রার্থনা করছেন। আবার দ্বিতীয় শাস্ত্র পাঠে সাধু পল ফিলিপিয়বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, যখন অনেকে জাগতিক ধন-সম্পদ ও পার্থিব বিষয় নিয়ে ব্যতি ব্যস্ত ও জাগতিকতায় গাঁ ভাসিয়ে দিচ্ছে, আমারা খ্রিস্টের আনুসারী হিসাবে যেন খ্রিস্টের পুনারগমনের প্রতীক্ষায় খ্রিস্টীয় আদর্শ আনুসারে সৎ ও পুন্যমণ্ডিত জীবনযাপন করি। খ্রিস্টে এসে আমাদের দীনতম দেহটি রূপান্তরিত করবেন। সাধু পল এখানে প্রার্থনা করছেন খ্রিস্টের পুনরাগমনের ও আমাদের রূপান্তরের প্রতিক্ষায়। মঙ্গল সামাচারে প্রার্থনার বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যিশু পিতর, যোহন আর যাকোবকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের উপরে যান প্রার্থনা করতে। যিশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে প্রার্থনা করতে পর্বতে ওঠার কারণ হল তিনি ও তাঁর শিষ্যদের যেন প্রত্যহিক জীবনের ব্যস্ততা থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে নিরিবিলিতে প্রার্থনা করতে পারেন। আমরা প্রায়ই মঙ্গলসামাচারে দেখতে পাই যিশু প্রার্থনা করার জন্য একটি নিরিবিলি স্থান বেছে নেন যেন বাহ্যিক ও জগত সংসারের কোন বিষয় তাঁর প্রার্থনাকে ব্যাহত করতে না পারে।

এখন প্রশ্ন হল প্রার্থনা আমাদের জীবনে কি করে বা আমাদের জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা কি? প্রথমত, প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে একটি যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করা। আমরা মানুষ হিসাবে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। এই সম্পর্ক গুলোকে জিয়িয়ে রাখার জন্য আমাদেরকে প্রতিনিয়ত তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে ও তাদের সাথে সময় কাটাতে হয়। আমরা পরিবারের যার সাথে যত বেশী সময় কাটাব, তার সাথে আমাদের তত সুসম্পর্ক হয়ে উঠবে। ঠিক একই ভাবে আমরা ঈশ্বরের সাথে যতবেশী সময় প্রার্থনায় কাটাবো ততবেশী ভাল সম্পর্ক আমরা তাঁর সাথে রক্ষা করতে পারব। আর যখন এই ভাল সম্পর্ক রাখতে পরবো তখন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদও অপরিমেয় ধারায় বর্ষিত হবে। দ্বিতীয়ত, প্রার্থনা আমাদের মানসিক চাপ ও দুঃখ-যন্ত্রনা গুলোকে লাঘব করতে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, প্রার্থনা আমাদের মঙ্গলবাণীর আদর্শে জীবন-যাপন করতে উৎসাহিত করে। চতুর্থত, প্রার্থনা আমাদের ঐশ প্রজ্ঞা দান করে যেন আমরা আমাদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি। এবং পঞ্চম, প্রার্থনা আমাদের জীবনের ঈশ্বরের ভালবাসা আস্বাদন করতে ও চিনতে সাহায্য করে যাতে করে আমরা ভালবাসাপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে পারি।

আমরা প্রার্থনার অনেক গুলো গুন দেখলাম, এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, প্রার্থনার এই গুন গুলো আমাদের জীবনে তখনই বাস্তবায়িত ও প্রতীয়মান হবে, যখন আমাদের প্রার্থনার গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ আমাদের প্রার্থনা গভীরতর হবে। প্রার্থনা জীবনে গভীরতা অর্জন করার জন্য পরিশ্রম, সাধনা ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। আজকের মঙ্গলবাণীর মধ্যে তার একটি ইঙ্গিত আমরা পাই। আজকের মঙ্গলবাণীতে শুনেছি যে, যিশু পর্বতের উপরে প্রার্থনা করতে গিয়েছেন, পর্বতের উপরে ওঠা সহজ নয় বরং অনেক কষ্টসাধ্য, পরিশ্রমের ও ধৈর্যের কাজ। ঠিক একইভাবে আমাদের প্রার্থনা জীবনে গভীরতায় পৌঁছানো অনেক সাধনার, ত্যাগস্বীকারের ও কষ্টের প্রয়োজন হয়। আমরা এই প্রবাদ বাক্যের সুপরিচিত আছি যে, কষ্ট করলে কেষ্টকে, অর্থাৎ ঈশ্বর ভগবানকে পাওয়া যায়।

আমরা জীবনে প্রার্থনায় যত বেশী গভীরতর হতে পারবো, আমাদের জীবন ততই রূপান্তরিত হয়ে খ্রিস্টমুখী হয়ে ওঠবে। আজকের মঙ্গলসমাচারে যিশু যেমন পিতর, যোহন ও যাকোবকে আহ্বান করেছেন তাঁর সঙ্গে পর্বতের উপরে ওঠে ঈশ্বরের মহিমা অভিজ্ঞতা করতে ও তাদের জীবনের রূপান্তর ঘটাতে। ঠিক তেমনি এই তপস্যাকাল আমাদের প্রত্যেকজন দীক্ষিত ব্যক্তিদের আহ্বান করেন আমার যেন, আমাদের জীবনের রূপান্তার ঘটাই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে..... দান করার মধ্যদিয়ে..... উপবাস ও ত্যাগস্বীকার করার মধ্যদিয়ে।

আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে কি দেখি? আমরা দেখি যে, বস্তুবাদ, ভোগবাদ ও জাগতিক ধন-সম্পদের মোহ আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন ও সামাজের মধ্যে পচন ধরিয়েছে। এখন অনেকেই আমরা আমাদের স্বার্থান্বেয়ের জন্য সকালে-বিকালে রূপবদলাই। প্রভু যিশু আজকের মঙ্গলবাণীতে আমাদের যেমন খ্রিস্ট অভীমুখী হয়ে জীবনের রূপান্তর ঘটাতে বলছেন তা না করে, আমরা অনেকে বরং গিরগিটির মত রূপবাদলায় আমাদের সুবিধা ও লাভের কথা চিন্তা করে। আজকের মঙ্গলবাণীতে আমরা দেখি যে, পিতর ঘুম থেকে উঠে তার নিজের সুবিধার কথাই চিন্তা করে যিশুকে বলছেন, "গুরু, ভালই হয়েছে আমারা এখানে আছি! আমরা ডালপালা দিয়ে তৈরী তিনটি তাঁবুর ব্যবস্থা করব, আপনার জন্যে একটি, মোশীর জন্যে একটি আর এলিয়ের জন্য একটি।" পিতরের ইচ্ছা ছিল, এই তিনটি তাবু তৈরীর পর তাদের জন্যও, অর্থাৎ যোহন, যাকোব ও তার জন্য একাট তাবু তৈরী করা এবং যে ঐশ মহিমা তারা তিনজন অভিজ্ঞতা করেছে তার মধ্যেই বাস করা। পিতর জগতের সকল মানুষের কথা এবং যিশু যে জেরুসালেমে গিয়ে সকলে পরিত্রানের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করবেন ও যিশু শিষ্য হিসাবে তারা যে জগতের কাছে খ্রিস্টের বাণীর সাক্ষি হয়ে উঠবে, এসব ঐশ পরিকল্পনা নিমেষেই ভুলে গিয়ে, নিজের স্বার্থ ও আরামের কথাই চিন্তা করেছে। আমারাও কিন্তু অনেক আমাদের

(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০২২ উপলক্ষে
কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশন এর সভাপতির বাণী

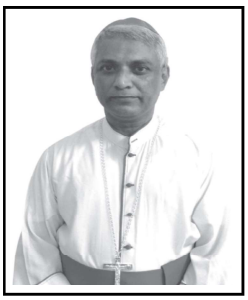

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আমরা কাথলিক বিশপ সম্মিলনী জাতীয়ভাবে এবং বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে উৎসাহ, আনন্দ ও প্রতিশ্রুতি পালনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বৈশ্বিকভাবে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Gender Equality today for a sustainable tomorrow" অর্থাৎ "টেকসই আগামীর জন্য আজ নারী-পুরুষের সমতা বিধান।" সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে, আরও স্থায়িত্বশীল পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় থাকবে এবারের নারী দিবসের প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমে। আমি প্রত্যাশা করি একইভাবে আমাদের ধর্মপ্রদেশগুলোতে এবং বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সংঘ, সব জায়গাতেই নারী দিবস উদ্‌যাপনে জেন্ডার (gender) সমতার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে এবং দিবসটি গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে পালন করা হবে।

আমরা নারী-পুরুষ সকলে বর্তমানে একটি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। যুদ্ধ, সংঘাত, বৈষম্য এবং মহামারী কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। নারীর প্রতি সহিংসতাও বেড়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বেড়েছে বাল্য বিয়ে, মিডিয়ার প্রতি আসক্তি। জনজীবনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ করার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আয় বৈষম্য অব্যাহত রয়েছে। নারীদের জীবনে অনিশ্চয়তার পাশাপাশি বেড়েছে ঘরের কাজের চাপ। বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবের কারণে পরিবারে পুরুষ হয়ে পড়ছে হতাশাগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত, যা প্রতিনিয়ত নারীর জীবনকে করছে বেদনাময়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সকল দুর্যোগে নারীও সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে থাকে, অথচ অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তার স্বীকৃতি দেই না। তাই কোভিড-১৯ সংক্রমনকালীন বর্তমান এই সময়ে জেন্ডার সমতা অর্জনে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আমাদের সকলেরই সক্রিয় ভূমিকা পালন করা একান্ত আবশ্যক। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর মূল্যবান মতামত গ্রহণ খুবই জরুরি। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান মজুরি যেন নিশ্চিত করা হয় সেই লক্ষ্যেও আমাদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া দরকার। গৃহস্থালী কাজ বা ঘরের কাজ একমাত্র নারীর নয়, বরং ঘরের কাজে পরিবারের সকলের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য ও সহিংসতার সংস্কৃতির বা ভ্রান্ত চেতনার অবসান ঘটানো উচিত। শুধু অন্যের সেবা নয়, নারী যেন নিজেও যথাযথ যত্ন ও স্বাস্থ্যসেবা পায়, সেই বিষয়টির দিকে নজর দেয়া আবশ্যক। খ্রিস্টান নারীদের মণ্ডলীর কাজে ও নেতৃত্বে আরও এগিয়ে আসতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের সার্বিকভাবে সহায়তা করা। তারাও যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ভূমিকা পালনে সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে সকলের, বিশেষভাবে পুরুষ সমাজের আরও সচেষ্ট হওয়া দরকার।

কোভিড-১৯ মহামারির ফলে নারীনেতৃত্ব বিকাশের প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে যেভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে তা থেকে পুনরুদ্ধার এখন সময়ের দাবি। কাথলিক মণ্ডলীতে নারীনেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খ্রিস্টমণ্ডলীর ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশন-এর নারী বিষয়ক দপ্তর সূচনালগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। নারী বিষয়ক দপ্তর নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয়, ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। যথাযোগ্য মর্যাদায় **নারী দিবস** পালন, এর মধ্যে একটি অন্যতম উদ্যোগ। সুতরাং এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে পারিবারিক পরিসরে ও জনজীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, দুই'ই জরুরি। টেকসই জেন্ডার (gender) সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠায় নারী নেতৃত্বকে বিকশিত করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষ সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সবসময়ই নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন । পুণ্যপিতা ২০২১ খ্রিস্টাব্দে নারী দিবসে নারীদের উদ্দেশে বলেন যে, "বিশ্বের কোন কোন জায়গায় নারীরা এখনও দাস হিসাবে রয়েছেন এবং নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের লড়াই বা সংগ্রাম করতে হবে। নারীরাই ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যায়"। নারীর সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পুণ্যপিতা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে নারী দিবসে গুরুত্বের সাথে বলেছেন। তিনি বলেন, "নারীরা পৃথিবীতে ভালোবাসার ও শান্তির স্বপ্ন দেখে এবং এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় তখনই, যখন আমরা নারীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেই।" তিনি আমাদের আহ্বান জানান যে, আমরা যদি ভবিষ্যতের শান্তির স্বপ্ন দেখি এবং ভবিষ্যতের বিষয়গুলোর প্রতি হৃদয় দিয়ে গুরুত্ব দেই, তাহলে নারীদের আমাদের মর্যাদা ও স্থান দিতে হবে। তার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আসুন আমরা নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং **টেকসই আগামীর জন্য আজ নারী-পুরুষের সমতা বিধান** করার লক্ষ্যে যে যার অবস্থান থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে যাব -- এই হোক আমাদের এ বছরের নারী দিবসের অংগীকার।

কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে নারী-সমাজকে জানাই নারী দিবসের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

খ্রিস্টেতে,

বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ

প্রেসিডেন্ট, ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশন, সিবিসিবি

সমতাভিত্তিক স্থায়ীত্বশীল ও শান্তির সমাজ বির্নিমাণে নারী-পুরুষে সমতা

রীতা রোজলীন কস্তা

একটি সুন্দর শান্তিময় ভালোবাসাপূর্ণ জীবন কার কাম্য নয়? আমরা সকলেই চাই। আর এই জীবন গঠন ও নিশ্চিত হয় নর ও নারীর উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সমাজ ও পরিবারকে এগিয়ে নিয়েছে নারী পুরুষ উভয়ে মিলে। অর্থাৎ আমাদের ইতিবাচক যা কিছু অর্জন তাতে অবদান আছে নারী পুরুষ উভয়েরই। কিন্তু নারীর সমঅবদানে সমৃদ্ধ সমাজ আজও নারীকে সমান চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়নি। এ বাস্তবতা বৈষম্যমূলক যা ভীষণভাবে অযৌক্তিক ও অনৈতিক। মানব জনমের উষালগ্ন থেকে বিষয়টি লক্ষণীয় যে নারী সকল সময়ই নিপীড়িত, নির্যাতিত, পরিবার, সমাজ কোথাও তার অবদান স্বীকৃত নয়, কেউই নেই তার পাশে। কখনই তাকে পুরুষের সমান মনে করা হয়নি। সবসময় তাকে অর্জন করে, নিজেকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে আমিও পারি। আমারও রয়েছে অবদান এই সুন্দর পৃথিবী রচনায়। আমাদের সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য প্রায় সব ক্ষেত্রে। বৈষম্যের এই জাঁতাকলে পড়ে নারীর অবস্থা ও অবস্থান হয় সবদিক থেকে দুর্বল। যে কারণে পারিবারিকভাবে সিংহভাগ নারীকে হতে হয় সার্বক্ষণিকের গৃহকর্মী, সামাজিকভাবে অগুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সদস্য, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ও পরাধীন। এই অবস্থার শিকার হয়ে নারী হীনমন্যতায় ভুগে এবং নিজে স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত শক্ত অবস্থানে পৌঁছতে পারেনা। দুর্বল অবস্থা ও অবস্থানের কারণে সে নানা ধরণের নির্যাতনেরও শিকার হয়। অনান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে এবং খ্রিস্টান সমাজেও নারীর মর্যাদার একই চিত্র আমরা দেখতে পাই। খ্রিস্টানসমাজও এর ব্যতিক্রম নয়।

এই ধরণের বৈষম্যমূলক অবস্থা দূর করার জন্য সকল পর্যায়ে আমাদের আরও শক্তি, সামর্থ্য ও কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন। নারী পুরুষে সমতা উন্নয়নের ও স্থায়ীত্বশীলতার অন্যতম পূর্বশর্ত বিধায় আমাদের পরিবার, সমাজে, মণ্ডলীতে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন পোপ ২য় জন পল "নারীদের প্রতি পত্র" (Letter to the Women) নামক একটি পালকীয় পত্র লিখেন, যার প্রেক্ষাপট ছিল সেই বছর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত ও বেইজিংএ অনুষ্ঠিতব্য "নারীদের উপর চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন"। সেই পত্রে পোপ মহোদয় বলেছেন যে, ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে সমান মর্যাদা ও অধিকার দিলেও পৃথিবীর অনেক দেশ ও সংস্কৃতি নারীকে সেই মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে ও তা করে যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন. "জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় নারী-পুরুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা অতীব জরুরী বিষয়: পরিবারে ও সমাজে শিশু ও যুবতী মেয়েদের সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্রে সমান বেতন, কর্মজীবী মায়েদের নিরাপত্তা, পেশায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে, পারিবারিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সমতা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও বিশ্বের নাগরিক হিসাবে অধিকার ভোগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমান অবস্থান।" নারীদের সমতার বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। বর্তমান পোপ আমাদের পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টি সবসময়ই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। নারীর সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পুণ্যপিতা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে নারী দিবসে গুরুত্বের সাথে বলেছেন। তিনি বলেন, নারীরা পৃথিবীতে ভালোবাসার ও শান্তির স্বপ্ন দেখে এবং এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় তখন, যখন আমরা নারীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেই। তিনি আমাদের আহ্বান জানান যে আমরা যদি ভবিষ্যতে শান্তির স্বপ্ন দেখি এবং ভবিষ্যতের বিষয়গুলোর প্রতি হৃদয় দিয়ে গুরুত্ব দেই তাহলে নারীদের আমাদের মর্যাদা ও স্থান দিতে হবে।

১৯১০ থেকে আজ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমরা নারী দিবস পালন করছি। ১৯১০ থেকে ২০২১ দীর্ঘ সময়। কিন্তু আজও নারী নানাভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে তাদের মর্যাদা হচ্ছে ক্ষুন্ন। নারীর এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করতে হলে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে, নারীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ ও তার মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।

এই কাজগুলো প্রথম শুরু করতে হবে পরিবার থেকে, পরিবারে নারী যেন নিজেকে সঠিকভাবে বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়, ছেলে ও মেয়ে শিশুকে সম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনায় নারীর অংশগ্রহণ ও মতামতের মূল্য দিতে হবে যেন পরিবার থেকেই নারী সঠিক ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সক্ষমতা নিয়ে গড়ে উঠে ও সে আত্মবিশ্বাসী হয়।

পরিবার ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব নারীদেরকে বাধাগ্রস্ত করে নেতৃত্ব ও চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব গ্রহণে। এক্ষেত্রে পরিবার ও পুরুষ যদি তার সহযোগী হয় তাহলে তার নেতৃত্বের পথটি সুগম হয়। আমাদের সমাজে পুরুষদের নারীর সকল কাজে সহযোগী হতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষের অধিকারকে খর্ব করেনা বরং পুরুষদের আরও স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে; পরিবারে অধিক উপার্জনে সহায়তা করে; সন্তানদের উন্নত জীবন গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

আমরা দেখি পরিবারে নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক জরীপে দেখা গেছে যে, পরিবারেই শতকরা ৮০ ভাগ নারী স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার। নারীর সকল সফলতা ও অর্জন বিফল হয়ে যাবে যদি নারীর নিরাপত্তা না থাকে এবং সে যদি নির্যাতনের শিকার হয়। বর্তমান সময়ে নারী নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেন, "প্রতিটি দেশ ও সংস্কৃতিতে নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটে চলেছে। এতে কোটি কোটি নারী ও তাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে নির্যাতন আরও বেড়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা কোভিড-১৯ এর মতো টিকায় থামবে না। সরকার, সমাজ ও ব্যক্তির দৃঢ় এবং কার্যকর ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। ক্ষতিকর আচরণ পরিবর্তন করতে হবে, নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে।"

ব্যক্তি নারীকে সচেতন করতে হবে কারণ অনেক সময় নারীরা যে অধস্তন অবস্থানে রয়েছে সে সম্পর্কে তার সচেতনতা না-ও থাকতে পারে এবং সে সেখান থেকে অধিকারের দাবী না-ও করতে পারে কারণ সামজিকরণ প্রক্রিয়ায়, নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্যকে নারী স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। তাই বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হবে। নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, তার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ এর পথটি সুগম করতে হবে। প্রতিটি মেয়ে যেন তার সার্মথ্য অনুসারে উচ্চ শিক্ষা

গ্রহণ করার সুযোগ পায়। আমরা দেখতে পাই এখনও মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার চাইতে তাকে বিয়ে দিয়ে পাত্রস্থ করাকেই বেশীরভাগ পরিবার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে পাঠায় এবং এই জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করতেও বাবা-মা প্রস্তুত থাকে। তারা ছেলেকে সম্পদ হিসাবে মনে করে কিন্তু মেয়েকে নয়।

সামাজিকভাবে বিভিন্ন সংগঠনে যেন নারী যুক্ত হতে পারে সেই সুযোগ আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে নারী তার সক্ষমতা বিকাশ করতে পারে। অনেক সময় বিভিন্ন কমিটি, ফোরামে নারীকে বিভিন্ন অলংকার পদে নেয়া হয় শুধুমাত্র কোটা পূরণের জন্য বা পলিসিতে আছে, নারীকে যুক্ত করতে হবে সেই জন্য। কিন্তু সেখানে তার মতামত দেয়ার তেমন কোন সুযোগ থাকে না এবং তার মতামতকে গুরুত্বও দেয়া হয় না। নারীকে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করা হয়, এমনভাবে হেয় করা হয় যে পরবর্তীতে সে আর কোন কিছুতে যুক্ত হতে চায় না এবং সকল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে পিছিয়ে থাকে। সামাজিক বিভিন্ন কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে, নারীদের প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করার মধ্যদিয়ে নারীকে সামনের সারিতে এগিয়ে আনা সম্ভব।

নারীকে অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করতে হবে তার স্বনির্ভরতা অর্জন ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য। বর্তমানে নারীরা কর্মক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে, তারা বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত। কিন্তু তাদের কাজের বোঝা বেড়েছে, ঘরে বাইরে সমানতালে কাজ করতে গিয়ে নারী নিজেকে হারিয়ে ফেলছে, তার নিজের জন্য কোন সময় নেই। গৃহস্থালী কাজ ও সন্তান লালন পালন নারীর কাজ বলেই মনে করা হয় এবং এই চ্যালেঞ্জের কারণে নারীরা যোগ্যতা ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যে হারে বাইরে কাজ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা সেভাবে পারছে না। ঘরের কাজ সবার কাজ এবং সন্তান লালন পালন শুধুমাত্র নারীর একার কাজ নয় পুরুষেরও সমভাবে দায়িত্ব রয়েছে - এ বিষয়টি যখন পরিবারে পুরুষ সদস্য বুঝতে পারবে এবং দায়িত্ব নিবে নারীর তখন নিজের মেধা বিকাশের এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ বাড়বে। সেইসাথে নারী পরিবারে আর্থিকভাবেও অবদান রাখার ও সমঅংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

আমরা দেখছি, বাংলাদশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী ও মণ্ডলীর নেতৃবর্গ নারীদের উন্নয়ন ও অধিকার ভোগের বিষয়ে উদার ও উন্মুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে আমাদের নারীরা ঠিক সামনে এগিয়ে আসতে পারছে না। তবে মণ্ডলীর কাজে নারীদের সক্রিয় উপস্থিতি বা অংশগ্রহণ লক্ষ্যনীয়। কিন্তু নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ নেই বলা যায়। ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ, সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি, অথবা অন্যান্য সামাজিক সংগঠনেও নারীদের নেতৃত্ব খুবই কম। বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্থানীয় মণ্ডলীর বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ৩৩% নারীর অংশগ্রহণ ও তাদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ থাকা আবশ্যক। সুযোগ যেন তারা গ্রহণ করতে পারে; সেইজন্য উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশও আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। সুযোগ্য নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

সকল নারীকে সমঅধিকার ও মর্যাদা দিয়ে নারীর অগ্রযাত্রার পথকে সুগম করতে হবে, নারীর অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। এভাবেই আমরা গঠন করতে পারব সকলের জন্য একটি বৈষম্যহীন শান্তির সমাজ। পৃথিবী দেখবে একটি আলোকিত সমাজ যেখানে নারী পুরুষ সকলেই তার সম্ভাবনা বিকাশের সমভাবে সুযোগ পাবে॥

পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস ঢাকা অঞ্চল কর্তৃক সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ১৩-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে প্রত্যাশা অনুযায়ী আবেদন পত্র জমা না হওয়ার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত পদে প্রযোজ্য শর্তাবলীর কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি পুনঃ প্রচার করা হলো। নিম্নোক্ত ৩টি পদে আবেদন পত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ১৩-০৩-২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো।

টেকনিক্যাল অফিসার (কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিস) বয়স : ২৫-৪০ বছর (০১-০২-২০২২ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) বেতন : ২৮,০০০/-(আটাশ হাজার টাকা)	**অধ্যক্ষ (ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল)** বয়স : ২২-৪০ বছর (০১-০২-২০২২ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) বেতন: ২২,০০০/-(বাইশ হাজার টাকা)
প্রশিক্ষক (বিউটিফিকেশন) - এমটিটিপি বয়স - ২৫-৪০ বছর (০১-০২-২০২২ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) বেতন: ১৩,৫০০/-(তের হাজার পাঁচশত টাকা)	

উল্লেখ্য, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ১৩-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই একই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য শর্তাবলীসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।

আঞ্চলিক পরিচালক
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল

নারী অভিশাপ নয় আশীর্বাদ

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

৮ মার্চ সারা বিশ্বব্যাপী "নারী দিবস" পালন করা হয়ে থাকে। নারীদের মর্যাদা, অধিকার, ক্ষমতা নিয়ে অনেক কথা, শ্লোগান, আলোচনা সভা, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা, উৎসব পালিত হয়। তার পর বছর ব্যাপী ঐ দিনের তাৎপর্য, গুরুত্ব কতটুকু কার্যকরী বা মূল্যায়ন হয়ে থাকে আমার মনে তীরবিদ্ধ প্রশ্ন রয়ে যায়। "নারী দিবস" শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা নয়; নারী মানব জাতির এক মহামূল্যবান উপহার, ঈশ্বরের সৃষ্টির পূর্ণতা। আদিপুস্তকে সৃষ্টির কাহিনীতে এক অভিনব দৃশ্য আমরা উপভোগ করি। হবাকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর যখন আদমের কাছে নিয়ে আসেন তখন আদম বলেন- 'এ আমার অস্থির অস্থি মাংসের মাংস।" প্রথম দর্শনেই ভালোবাসা, স্বীকৃতি, গ্রহণ, বরণ। অথচ আমাদের সমাজে, পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম অনেক ক্ষেত্রেই তেমন সমাদৃত, স্বাগত, আনন্দের হয়ে ওঠেনা। এইতো কয়েক মাস আগে এক দম্পতি শিশু কন্যাকে স্কুলে ভর্তি করাতে এলেন। শিশুটি আমার দৃষ্টিতে কিউট, স্মার্ট মনে হলো। কিন্তু বাবা-মায়ের চোখে তেমন হাসিমুখের আভা দেখলামনা। কথা প্রসঙ্গে বাবার মুখে জানতে পারলাম মেয়েটি তাদের তৃতীয় কন্যা সন্তান। তাদের আশা ছিল একজন পুত্র সন্তান। আরো অবাক হলাম তাদের শেষ কথাটি শুনে- "মেয়ে কি করবে? ছেলে পরিবারের সম্পদ, বংশপ্রদীপ, আমাদের দেখাশুনা করবে।" আমি বললাম "এ ধরনের নেতিবাচক চিন্তা কন্যা সন্তানকে ঘিরে পোষণ করবেন না। অনেকবার এর ব্যতিক্রম হতেও দেখা যায়। আমি ছেলেদের ছোট করছিনা; বলতে চাই ছেলে কিংবা মেয়ে উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টি; আপনাদের ভালোবাসার ফসল।" উদাহরণ দিলাম যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, সংসদের স্পীকার নারী; কন্যা সন্তান। উনারা শুধুমাত্র পরিবার, সমাজ নয়, গোটা জাতির দেখাশোনা করে থাকেন। কে জানে আপনাদের এই মেয়ে একদিন হয়তো মহিয়সী নারী হয়ে উঠতে পারে। মনে আফসোস, দুঃখ রাখবেন না; তিন কন্যাকে ভালোবাসবেন, যত্ন নিবেন, লেখাপড়া শিখাবেন। স্মিত হেসে বিদায় নিলেন সেই দম্পতি।

আমি যখন ইতালির রোমে পড়াশুনা করছিলাম আমার সাথে চীন থেকে একজন মহিলা ছাত্রী ছিলেন; নাম ছিল তার মার্থা চিনকিম। কিভাবে সে চীন দেশে অভিশপ্ত কন্যা সন্তান, নারী থেকে আশীর্বাদিত নারী, মণ্ডলী ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন সে কাহিনী ৮ মার্চ নারী দিবসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সহভাগিতা করেছিলেন । মার্থা যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে কন্যা সন্তান সুন্দর চোখে গ্রহণ করা হতো না। বিশেষ করে যমজ কন্যা সন্তান সমাজের অভিশাপ। তাদেরকে মিউনিসিপালিটির লোক এসে তুলে নিয়ে যেতো; রেখে আসতো গভীর বনে জঙ্গলে কিংবা নদীর তীরে যেখানে তিলে তিলে শিশুরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। মার্থার বাবা-মা ফুটফুটে যমজ কন্যা সন্তানকে লুকিয়ে রেখেছিল দুই মাস, কিন্তু একদিন সেনাবাহিনীর মতো দুইজন মার্থার পরিবারে ঢুকে জোর পূর্বক তুলে নিয়ে নদীর ধারে ফেলে রাখে। যমজ দুইবোন সূর্যের তাপে ঘেমে অস্থির, কান্না করতে করতে গলা শুকিয়ে যায়, কোন খাবার না পেয়ে মার্থার সহোদর যমজ বোন মারা যায়। ঈশ্বরের মহাদয়ায় চীন দেশের অন্য এক প্রদেশ থেকে দম্পতি নদীর ধারে বেড়াতে এসে শিশুর কান্না শুনতে পায়। মার্থার সারা শরীরে পিঁপড়া, ব্যথায় কাতরাচ্ছিল। সেই দম্পতি ঝুঁকি নিয়ে মার্থাকে তোয়ালে জড়িয়ে তাদের পরিবারে নিয়ে আসে। ভালোবাসা, আদর যত্ন দিয়ে লালন পালন করে। পরিবারটি ছিল খ্রিস্টান, সে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠে। ধর্মবিশ্বাস চর্চা করার স্বাধীনতা ছিল না রাষ্ট্রীয় রাজনীতি অনুসারে সে তার (পালিত) মা-বাবার পরিচয় গ্রহণ করে গোপনে ধর্ম অনুশীলন করতো। চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে কাজের সুযোগ ছিল না, চ্যালেঞ্জ নিয়ে সে রোমে পড়াশুনার জন্য কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে পড়াশুনার শেষ বর্ষে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল মহান সাধু পোপ ২য় জন পলের সাথে সাক্ষাৎ করার। মার্থা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বর্তমানে মার্থা একজন সমাজসেবী, বাণী প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, নারী জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। তার শ্লোগান:

"নারী তুমি অভিশাপ নও, তুমি আশীর্বাদ
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সৎসাহসে কর প্রতিবাদ।"

আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমনটি বলেছিলেন,

"এ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ
অর্ধেক তা করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

নারী দিবস সার্থক হোক॥

ভস্ম

ছনি মজেছ

মানব আমি ধূলো মাত্র
ধূলোতেই যাবে মিশে;
জগৎ সংসার রইবে পড়ে,
ওরে, স্বজন কাঁদে কিসে !!

বাতাসেতে ভাসছে ছাই,
উড়ছে ধূলোকণা ;
মহাজনের ইশারাতে,
আমরা মানবজনা !!

রং মাখিয়া - সং সাজিয়া,
করে পাপের ঘড়া পূর্ণ ;
দাপিয়া বেড়ায় দর্প করে,
আত্মা রাখিয়া জীর্ণ !!

কষ্টে হাসিয়া দেখেন পিতা,
কাঁদেন মলিন বেশে ;
পুত্রবেশে মুক্তির লাগি,
হলেন বিদ্ধ ক্রুশে !!

কত যন্ত্রণা - কত লাঞ্ছনা,
হয়ে ক্ষত রংতুলি;
মানবেরে বাঁচাতে তাই,
নিজেই হলেন বলি !!

কাঁপিলো ধরা - ঢাকিলো সূর্য,
ফাটিলো কতযে পাথর;
মানুষ মোরা বড়ই পঙ্কিল,
করিনিকো তাঁর সমাদর !!
কষ্ট বুঝিতে বিধান মিলায়ে,
আসে ভস্ম বুধবার ;
ঠাকুর ফেলিয়া, ঠাকুর ধরিতে,
ছাইয়ে তনু কদাকার !!

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-এর গুরুত্ব ও আমাদের কর্তব্য

ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি

বিশ্ব নারী দিবস ৮ মার্চ। বিশ্ব-পরিবার প্রতি বছর ৮ মার্চ নানা প্রকার সেমিনার, সভা ও বহুমাত্রিক অনুষ্ঠানের বর্ণীল আয়োজনের মধ্য দিয়ে নারীদের হাতে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় উপাদান 'ফুল' দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করে। দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা, এমনকি আমাদের নারীরা সচেতন কিনা সেই বিষয়ে আমার কিছুটা হলেও সন্দেহের অবকাশ আছে। দিনটির তাৎপর্য হলো আমাদের পরিবারে, সমাজে, প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন সংগঠনে, রাষ্ট্রে এমনি কি বিশ্ব-সমাজে মা-বোনদের মানবীয় মর্যাদার জায়গা সম্পর্কে সচেতন হওয়া, তাঁদেরকে সচেতন করা এবং সারা বছর তাঁদেরকে প্রকৃত মানবীয় মর্যাদার জায়গায় আসীন থাকার জন্য সুযোগ করে নেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা; যেন তাঁরা মানবীয় মর্যাদায় ও শ্রদ্ধার সাথে ঈশ্বর এবং মানুষের ভালবাসায় নিজেদের অধিকার এবং দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থেকে তা ভোগ ও পালন করতে পারেন। এই দিন তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন। তাঁদের জীবন ও অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তা উদ্‌যাপনের দিন। তাঁরা যেন উপলব্ধি করতে পারেন তাঁরাও অনেক মূল্যবান এবং সৃষ্টিকার্তার অন্যতম সৃষ্টি মানুষ।

আমরা নারীদের অবদান পেয়ে ও ভোগ করে অনেক খুশি হই। আজ পরিবার থেকে শুরু করে দেশ এমনকি বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নারীরা অত্যন্ত সফলতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁরা কোনোক্রমেই পুরুষদের চেয়ে কম মেধাবী, কর্মঠ, সৃজনশীল, দূরদর্শী বা সৎসাহসী নন। তাঁদের জায়গায় অবস্থান করে তাঁদের মতো করে পরিবার ও সমাজের সেবায় তাঁরা আত্মনিয়োগ করে পুরুষদের মতই সর্বদা অবদান রাখতে সক্ষম।

সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'নারী' কবিতায় লিখেছেন, "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"। তিনি নারীকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, নারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন। আমি অনুভব করছি এবং সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি- আমরা যেন নারীদেকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করি; শুধু কথায় নয় বরং হৃদয় থেকে কথায় ও কাজে প্রতিদিন। আমি সকলকে আবেদন জানাতে চাই, সবাই যেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের 'নারী' কবিতাটি মাঝে মাধ্যে পাঠ করেন। এই কবিতায় রয়েছে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার গভীর আবেদন, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, মানুষের দায়িত্বের প্রতি প্রেরণাদান।

আমি মনে করি, নারীদের প্রতি আমাদের অনেকেরই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "নারীরা হলেন সম্প্রীতি ও সৌন্দর্যের প্রতীক"। একজন মা প্রথমত একটি পরিবারের সকল সন্তানকে একতার বন্ধনে বেঁধে রাখেন। আমরা সবাই মা-বাবার ভালোবাসার ফল ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ। মা সর্বদাই তাঁর সন্তানদের ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখেন। এই ভালোবাসা শুধু নিজের পরিবারেই সীমাবদ্ধ থাকে না; পুত্র-কন্যাদের মাধ্যমে মায়ের ভালোবাসা অন্যদের কাছেও পৌঁছে যায়। তাতে ধীরে ধীরে সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠে ও বজায় থাকে। মাদার তেরেজা হাজার হাজার মানুষকে ভালোবাসা ও সেবা দিয়ে একই সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন; যেখানে নেই কোনো জাতি, ধর্ম ও বর্ণের সীমারেখা। বেগম রোকেয়া তাঁর চিন্তা, দর্শন ও সেবা দিয়ে নিজে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে এ সমাজের কোটি কোটি নারীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করেছেন; যার কারণে তাদের মধ্যে একটি সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করে বলেছেন, "উত্তম হয়েছে"। তাহলে শুধু পুরুষ নয়, নারীদেরকেও ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁরাও ঈশ্বরের মতো। ঈশ্বরের সৌন্দর্য নারীদের মধ্যেও বিরাজমান। সুতরাং নারীদের সৌন্দর্যের জন্য আমাদের সবারই ঈশ্বরের প্রশংসা করা প্রয়োজন; কেননা তাদের মধ্য দিয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ বিষয়ে তাঁদের অসম্মান বা বিরক্ত করা ঈশ্বরকে অসম্মান এবং বিরক্ত করারই সামিল। তাই তাদেরকে সর্বদা পবিত্রভাবেই গ্রহণ করা ও আরচণ করা আমাদের সবারই মানবীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব বলে আমি বিশ্বাস করি।

মা বোনদের সম্মান দেখানো ও ভালোবাসার প্রথম এবং প্রধান স্থানটি হলো পরিবার। পরিবারে কন্যাশিশু জন্ম নিলে আমরা যারা বাবা-মা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ আমাদের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে নবজাতককে স্বাগত জানাতে হবে। এতে নবজাতক উপলব্ধি করবে, তাকে সবাই আনন্দের সাথে বরণ করে নিচ্ছে, নতুন অতিথির আগমনে পরিবারের সবাই খুশি হয়েছে। তার সাথে সবসময় হাসিখুশি থেকে তাকে সযত্নে বড় করতে হবে। এতে সে উপলব্ধি করবে, সে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সে আত্মবিশ্বাসী হবে। যদি তাকে স্বাগত না-জানিয়ে অবহেলা করা হয়, তবে তার মনস্তাত্ত্বিক গঠন সঠিক হবে না, সে সারাজীবন হীনমন্যতায় ভোগবে। পুত্রশিশুকে স্বাগত জানিয়ে কন্যাশিশুকে অবহেলা করলে সে নিজেকে অনাকাঙ্ক্ষিত অনুভব করবে। তখন ভাইবোনদের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিবে আর বৈষম্য নিয়েই সে বড় হবে। তাকে যদি থাকার জন্য, খাওয়ার জন্য, পড়ালেখার জন্য, চিকিৎসার জন্য, পোশাক-আশাকের জন্য পুত্রসন্তানদের সমান অধিকার না-দেয়া হয় তবে সে মানসিকভাবে দুর্বল এবং অসুস্থ থাকবে। পরবর্তীতে সে শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবেও অসুস্থ হয়ে উঠবে। সে পরিবারে বৈষম্যের শিকার হয়ে নিজেও বৈষম্য করা শিখবে। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সবসময়ই কম থাকবে। তার মেধার বিকাশ ঘটবে না; সে পরনির্ভরশীল থাকতে ভালোবাসবে। সেই পরিবার হবে বৈষম্যের পরিবার; সম্প্রীতির পরিবার নয়।

কন্যাশিশুকে পরিবারের বোঝা না-ভেবে তাকে পড়ালেখা করার সুযোগ করে দিতে হবে। তার মেধা বিকাশের জন্য গান বাজনা, নাচ, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, বইপড়া, ইনডোর ও আউটডোর খেলাধুলা করা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা প্রভৃতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া দরকার। গবেষণামূলক কাজে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। ঘরে নিজের ও অন্য সদস্যদের জন্য কিছু কিছু কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলার সুযোগ করে দিতে হবে। তাকে দেহ, মন ও আত্মায় বেড়ে উঠে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে সহায়তা করতে হবে। তার মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। তাকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করতে হবে।

পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের যথাযোগ্য

মর্যাদা দেওয়া, তাঁদের অধিকারগুলোকে ভোগ করার সুযোগ দেওয়া এবং তাঁদের দায়িত্বগুলো তাঁদের মত করে পালন করার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পরিবারে যখন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ থাকা আবশ্যক। পরিবারের কাজগুলো নারী-পুরুষ সবাই মিলে করা দরকার। পরিবারের কাজগুলো শুধু নারীদের কাজ নয়। অনেক পরিবারেই মায়েরা বাইরে একটি পূর্ণ সময়ের কাজ করেন, আবার ঘরে তাদেরকে সমস্ত কাজ করতে হয়। অন্যদিকে পুরুষগণ বাইরের কাজ করে বাসায় আর কিছুই করেন না। তাহলে নারীদের উপর এটা অন্যায় করা হয়। পরিবারের ছেলেমেয়েরা এটা দেখে এবং একই রকম শিক্ষা পায়। পরিবারের এই বৈষম্যমূলক রীতি পরিবর্তন করা অত্যাবশ্যক। স্বামী-স্ত্রী দু'জন মিলে পরিবারের সকল কাজ করতে পারেন। সেখানে সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এবং ছেলেমেয়েরা পরিবার থেকেই সহযোগিতা ও সহভাগিতা করতে শিখবে। অন্যদিকে মা-বোনদের মর্যাদা দিতেও পরিবার থেকে শিখবে।

বাড়িতে বা বাসায় যে সকল মা-বোনেরা (গৃহকর্মী হিসেবে) বাসা-বাড়ির কাজ করতে আসেন, তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা জরুরি। লক্ষ্য রাখতে হবে, তাঁরা যেন ন্যায্যভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন এবং বিনিময়ে ন্যায্য বেতন পান। নারী বলে তাঁদের প্রতি অন্যায় করা কোনোক্রমেই কাম্য নয়। বাসায় বা বাড়িতে ছেলেমেয়েদেরও শিখাতে হবে যেন তারা বাসা-বাড়িতে কাজ করতে আসা গৃহকর্মীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে এবং সম্মান দেখায়।

সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মেয়ে ও মায়েদের অংশগ্রহণ এবং পরিচালনার দায়িত্বে থাকার সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সেবার সুযোগ এবং ন্যায্য মজুরি দেওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে কাজের বা সেবার জায়গাগুলোতে তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে সকল সুবিধা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। কাজের জায়গায় ও আসা-যাওয়ার সুব্যবস্থা এবং অবশ্যই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। মজুরি দেওয়ার ব্যাপারে কোনোক্রমেই নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য থাকা উচিৎ নয়।

মেয়ে ও মায়েরা পরিবার ও সামাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁরা পৃথিবীর সকল মহৎ কাজের অংশীদার এবং তাঁরা ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন, করেন এবং করবেন। তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেয়া আমাদের সবার দায়িত্ব। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা অনাকাঙ্ক্ষিত। পরিবার, সমাজ ও বিশ্বের সার্বিক উন্নয়নের যাত্রায় অবশ্যই নারীদের অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে; এই বিষয়ে আমাদের সবারই সচেতন থাকতে হবে। তাহলেই প্রতি বছর নারী দিবস পালন হবে সার্থক। বিশ্ব নারী দিবসে সকল

যোসেফ শরৎ গমেজ-এর তিনটি বই প্রকাশিত হল

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ, অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ মণ্ডলীর একমাত্র প্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে লেখক **যোসেফ শরৎ গমেজ** এর রচিত দু'টি নাটক: **"মা যদি মন্দ না হয়"** ও **"সংসার কেন এমন হয়"** এবং উপন্যাস **"ভালবাসা প্রেম নয়"** সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

যোগাযোগের ঠিকানা
০১৮১৩৬৩৮৩৮৬

বিজ্ঞ/০০/২২

খ্রিস্টান নারীদের সাহিত্য চর্চা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কোড়াইয়া অনেক আগে থেকেই লেখেন। কবিতা দিয়ে শুরু এখন গল্পও উপহার দিচ্ছেন। তার অনেক লেখা প্রতিবেশীকে পরিপুষ্ট করেছে। নতুনদের মধ্যে তুলি কস্তা, পদ্মা সরদার এখন নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন গল্প কবিতা। প্রতিবেশীতে নতুনদের স্বাগত জানাই। তাদের কাছে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন লেখা প্রত্যাশা করি। মারীয়া গোমেজ আগেই কবিতা লিখতেন, এখনো লিখে যাচ্ছেন। জোৎস্না লিটিশিয়া কস্তা দীর্ঘদিন আমেরিকাতে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। তার লেখা দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'অনন্যা' ও 'প্রদীপ শিখা' তার প্রকাশিত গ্রন্থ। তার লেখা কাব্যকারে ক্রুশের পথ খুবই অনুধ্যানমূলক। ঈশিতা গমেজ শিশুতোষ গল্প আর জীবনমুখী নাটিকা, কথিকা লিখতে পারদর্শী ছিলেন। তার লেখাগুলি নিয়মিত রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিসে সম্প্রচার হয়েছে। তার লেখা কিছু তথ্যমূলক প্রবন্ধ প্রতিবেশীতে স্থান পেয়েছে। ভ্যালেন্টিনা অপর্না গমেজ, সুপর্না গমেজ প্রায়ই গল্প লেখেন। তাদের গল্পগুলি জীবনের কথা বলে।

প্রবীণা লেখিকা জেন কুমকুম ডি' ক্রুজ ২০০৫ জানুয়ারি থেকে ২০০৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর উপসম্পাদক ছিলেন। তিনি সেই ছাত্র জীবন থেকেই লেখা শুরু করেছেন। তার লেখা বহু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রতিবেশীতে স্থান পেয়েছে। তিনি অন্যান্য দৈনিক পত্রিকায়ও লিখতেন। প্রবীণ বয়সেও লিখে চলেছেন পলিন ফ্রান্সিস। শত প্রতিকূলতার মাঝেও থেমে থাকেনি তার কলম। সম্প্রতি তার "ষড়ঋতুর সোনালী দিনগুলি" বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

সিস্টারদের মধ্যে মেরী অমিয়া গমেজ এসএমআরএ গল্প, প্রবন্ধ দুটোতেই হাত পাকিয়েছেন। তার লেখা 'শিউলি ফুলের মালা' ও 'স্বাধীনতার স্বাদ' পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। তিনি শেষ বয়সেও নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। সিস্টার মেরী প্রশান্ত এসএমআরএ নিয়মিত লিখে থাকেন। তার কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও সিস্টারদের মধ্যে নিয়মিত লিখে যাচ্ছেনও সি. মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ, সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ, সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ, সিস্টার মেরী জেনেভি এসএমআরএ, সিস্টার মেরী প্রফুল্ল এসএমআরএ, সিস্টার মেরী আন্তনী এসএমআরএ, সিস্টার মেরী সুপ্রীতি এসএমআরএ, সিস্টার শিখা গমেজ সিএসসি, সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি, সিস্টার সীমি পালমা আরএনডিএম, সিস্টার সুমনা ষ্টেল্লা ত্রিপুরা ওএসএল, সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএসহ আরও অনেক সিস্টারগণ মাঝে মাঝেই লিখে যাচ্ছেন প্রবন্ধ, শিশুতোষ গল্প ইত্যাদি।

জাসিন্তা আরেং বেশ কিছু সময় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে কর্মরত ছিলেন। তার পরিপক্ক লেখাগুলি খুবই চমৎকার এবং অর্থপূর্ণ। বিশেষ করে ছোটদের জন্য উপদেশমূলক লেখা অনুপ্রেরণামূলক। তিনি গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী এবং ধর্মীয় প্রবন্ধও লিখেছেন। জাসিন্তা অন্যান্য জাতীয় পত্রিকায়ও নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। তার ভাষা খুবই ক্ষুরধার যা মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

খ্রিস্টান নারীদের সাহিত্য চর্চা

সুনীল পেরেরা

এ জগতের সকল নারীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হলেন ঈশ্বরের মাতা মারীয়া। মানব মুক্তির ঐশ পরিকল্পনায় তাঁর রয়েছে এক সুমহান অবদান, যা তাঁকে করে তুলেছে সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী। মারীয়া ছিলেন নিষ্পাপ-নির্মলা চিরকুমারী। তিনি সর্ব যুগের সকল মানুষের বন্দিত ও নন্দিত মা।

নারী প্রেয়সি, নারী সহধর্মিনী, নারী মাতা, নারী শিক্ষিকা এমনি কত নামে নারীকে যুগে যুগে অভিহিত করা হয়েছে। প্রগতির সাথে সাথে নারী বন্ধন-মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে, নির্যাতিতা হয়েছে। এক সময় কম করে হলেও তারা তাদের অধিকার কিছুটা হলেও আদায় করে নিয়েছে পুরুষশাসিত সমাজে। নারী লেখাপড়া করে জাগরিত হয়েছে, উদ্বুদ্ধ হয়েছে তারপর সোচ্চার হয়েছে হেঁসেলের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার। কালে কালে নারী মুখের ভাষায়, কলমের লেখায় সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে এমন কোন পেশা নেই যা নারীরা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে এই জাগরণ এসেছে অনেক পরে। অথচ আমাদের মিশনারীগণ এদেশে প্রথম স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছেন। অল্প সংখ্যক যারা লেখা পড়া করেছে তারা হয়তো ব্রতধারিণী হয়েছেন না হয় সংসার জীবনে প্রবেশ করেছে। কলম ধরার সুযোগ অনেকেরই হয়ে ওঠেনি।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর আদি নিবাস ময়মনসিংহ জেলার রাণীখং মিশনে। তাই বোধ হয় প্রতিবেশীর প্রথম নারী লেখিকা একজন মান্দি। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তার লেখা প্রবন্ধ 'আত্মিক কম্যুনিয়ন' ছাপা হয় প্রতিবেশীতে। পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন লেখিকা লিখেছেন, তাদের মধ্যে তেরেজা রিছিল, তেরেজা সাংমা গল্প, কবিতা লিখতেন। পরবর্তী কালে তারা আর তেমন কিছু লেখেন নি তার কারণ হয়তো প্রতিবেশী পত্রিকার অফিস ঢাকায় চলে এসেছে বলে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শিশিলিয়া রিবেরু লিখেন 'কমলার নবজীবন লাভ' প্রবন্ধটি। বাঙালি নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম লেখিকা। পরবর্তী সংখ্যায় তার 'মা ও ছেলে' গল্পটি প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে লিখতে শুরু করেন হেলেন গমেজ। তার লেখা গল্পের নাম 'পরিবর্তন'। পরবর্তীকালে তিনি মহিলাঙ্গণ কলামটি নিয়মিত পরিচালনা করেছেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন সংখ্যায় লিখেন 'মা' গল্পটি। হেলেন গমেজ বৃদ্ধ বয়সেও লিখে যাচ্ছেন। সে সময়ের আলোচিত লেখিকা নমিতা কস্তা। তিনি ছোটগল্প লিখতেন। বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিনি চমৎকার শিক্ষামূলক গল্প উপহার দিয়েছেন। তার লেখা প্রবন্ধ 'অসৎ বন্ধুকে কিভাবে সৎপথে আনিবে' প্রকাশ পায় ১৯৬২'র নবম সংখ্যায়। 'নতুন বৌ' লিখে তিনি একসময় একজনের বৌ হয়ে চলে যান। এ সময় আরও নিয়মিত গল্প লিখতেন রত্না পেরেরা, অনিমা চাকলাদার, লেলী কুইয়া, লিলি কোড়াইয়াসহ আরও কিছু নবীন লেখিকা। রত্না আর অনিমা নিয়মিত গল্প লিখে বেশ জাগরণ তুলেছিলেন। তখন তাদের সমসাময়িক লেখিকারা একের পর এক লিখে গেছেন।

সোমা তেরেজা কস্তা ছিলেন রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিসের প্রযোজক। প্রায়শই তিনি বেশ তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখতেন ম্যানিলা থেকে। পরবর্তীকালে স্বামীর সাথে শ্রীলংকায় চলে যান। সেখান থেকেও তিনি সময় সময় অনেক অজানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ উপহার দেন। এ্যাগনেস আনন্দ ম্যাকফিল্ড বেশ লম্বা সময় গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লিখেছেন। 'ঐ দেখ! তিনি আসছেন' তার লেখা গ্রন্থটিতে ধর্মীয় প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, কবিতা, গল্প রয়েছে। মূলত এটি একটি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। লেখিকার ব্যক্তিগত ঈশ্বরোপলব্ধি, অনুধ্যান, মানবিকতা, জীবনবোধ, আধ্যাত্মিকতা এবং সর্বোপরি পারলৌকিক চেতনাপোলব্ধি বিধৃত হয়েছে। মালা চিরান কবিতা লিখেন মালা রিবেরু পেশাগতভাবে একজন সেবিকা। তার লেখা স্বাস্থ্যবিষয়ক লেখাগুলো খুবই সময়োচিত এবং তথ্যবহুল। তার লেখায় অনেক অজানাকে জানা যায়, যা মানুষকে সচেতন করতে পারে। আজও তিনি নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। ছোট গল্পকার, কবি, সাহিত্যিক অধ্যাপিকা মারলিন ক্লারা বাড়ৈ। নটর ডেম কলেজে অধ্যাপনার অনেক আগে সেই ছাত্রজীবনেই তিনি বেশ আলোড়িত হয়েছিলেন প্রেমের গল্প লিখে। তিনি পাঠক সমাজকে বেশ কিছু বই উপহার দিয়েছেন ইতোমধ্যে। 'নীল চিঠি' 'প্রিয়া প্রিয়া ডাকো' এবং 'ছড়ায় ছড়ায় বাংলা শিখি' তার প্রকাশিত গ্রন্থ। এখনো নিয়মিত গল্প, কবিতা লিখে যাচ্ছেন। 'প্রসূণের কায়া' গল্পগ্রন্থটি লিখেছেন রাখী রীটা রোজারিও। তিনি আগে নিয়মিত লিখতেন। ক্যাথরিন পিউরিপিকেশন মূলত গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে থাকেন। পরিবেশ নিয়ে অত্যন্ত তথ্যবহুল প্রবন্ধ উপহার দিচ্ছেন অর্পা কুজুর। পরিবেশ রক্ষায় এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে তার প্রবন্ধগুলি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তিনিও নিয়মিত লিখে থাকেন। শিউলী রোজলীন পালমা গল্প, প্রবন্ধ লিখেন। তবে তার লেখা দিন দিন পরিপুষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়াও যারা নিয়মিত প্রবন্ধ লিখেন মিতালী মারিয়া কস্তা, ডায়না মারীয়া কোড়াইয়া, অনিতা মার্গারেট রোজারিওসহ আরও অনেকে।

'একাত্তরের স্রোতধারা' তথ্যবহুল এই মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থটি রচনা করেছেন সুরেখা হালদার মৃধা। রঞ্জনা বিশ্বাস একাধারে সাহিত্যিক, গবেষক ও প্রবন্ধকার। তার রচিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রয়েছে। ডোরা ডি' রোজারিও সর্বদাই আধ্যাত্মিক ও ধ্যানমূলক প্রবন্ধ লেখেন যেগুলি খ্রিস্টীয় জীবনে খুবই মূল্যবান। তন্দ্রা পিরিচ বেশ সুন্দর গল্প লিখে যাচ্ছে নিয়মিত। তার লেখা বেশ আশাপ্রদ। তার গল্পেও রসবোধ আছে। মিনু গরেট্টী

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্রন্থমেলা: বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ

রবীন ভাবুক

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে, সবচেয়ে ভাল বন্ধু কে? আমি উত্তর দেই প্রাণের বন্ধু বই। শুধু দিয়েই যায়, কিছু নেয় না। যদিও কিছুটা স্বার্থপরের মতো শোনায়, তবুও আত্মস্বীকৃতি না চাইলেও, বইকে প্রাণের বন্ধু অনেকেই বানিয়ে নেয়। একারণেই মনে হয় একুশে বই মেলা বইপ্রেমিকদের প্রাণের মেলা বলা হয়। বই হলো একটা নেশার বস্তু, আর বইয়ের গন্ধ হলো সবচেয়ে বেশি মাদকতা। যে একবার মজেছে, সে আর ফিরতে পারে না।

২০০৬ খ্রিস্টাব্দ। নটর ডেম কলেজের হলে থাকি। রাতে ব্রাদার রডনি রুটিন মাফিক চেক করলো সবাই কি করে। স্ট্যাডি রুমে ঢুকে সব সময়ই তিনি আমাকে পড়তে দেখতেন। পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে আমি অন্যান্য বই একটু বেশি পড়তাম। এখানে একটা চতুরতার আশ্রয় নিতাম। পাঠ্যপুস্তক খুলে তার ভাঁজে অন্যান্য বই লুকিয়ে পড়তাম। ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে গেল, জমে উঠছে বইমেলা। যেহেতু হলে থাকি, তাই বের হওয়া যেতো না বেশি। কিন্তু পালিয়ে পালিয়ে কয়েকবার বইমেলায় গিয়েছি। একদিন বইমেলায় দেরি হওয়ায় ওইদিন আর হলে ফিরতে পারিনি। তাই ফার্মগেট দিপুদার বাসায় রাত কাটাই। পরদিন হলে যেতেই রাতে ব্রাদার রডনি সুপারভাইজারের রুমে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন কোথায় ছিলাম। ভয়ে আরষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম কি বলবো! গ্রাম থেকে শহরে আসা ছেলেদের যা হয়। কিছুক্ষণ চুপ থেকেছিলাম। ব্রাদার বললো- তুমি সব সময় মন দিয়ে বই পড়। কাল রাতে তোমাকে পড়ার টেবিলে দেখিনি। আমতা আমতা করে সোজা মিথ্যে বললাম- ব্রাদার, মামা মারা গেছেন, ওখানে গিয়েছিলাম। ব্রাদার নরম সুরে বললো- বলে যেতে পারতে সুপারভাইজারকে। ব্রাদার দু-একটি কথা বলে ছেড়ে দিলেন। পরে সুপারভাইজার বললো- সব সময় ঢুকেই তোমাকে মন দিয়ে পড়তে দেখে বলেই ব্রাদারের চোখে পড়েছে তুমি নেই। আর তুমি তো কাল বইমেলায় গিয়েছিলে, আমি দেখেছি। মামা মারা গেছে মিথ্যে বললে কেন? আমি বললাম- কি করবো দাদা, সবাই তো এমনই বলে দিয়েছে, এ জাতীয় কিছু বলতে। সুপারভাইজার মুচকি হেসে বললেন- যাও গিয়ে পড়তে বস। বইমেলা বলে আমি কিছু বলিনি, চুপ ছিলাম। তখন বুঝলাম, বই পাগলাদের বই বিড়ম্বনাও থাকতে পারে। তখন মামাকেও কথিতভাবে মৃত ঘোষণা করতে হয়।

বইমেলা বা গ্রন্থমেলা মানেই বাঙালির প্রাণের স্পন্দন। ফেব্রুয়ারি মানেই বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশে গ্রন্থমেলা। যেহেতু ভাষার জন্য একমাত্র বাঙালি জাতিই জীবন দিয়েছে এবং তা এই ফেব্রুয়ারি মাসেই, সেই কারণে ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার একটা অনন্য তাৎপর্য রয়েছে। বইমেলার ইতিহাস বিশ্বে প্রাচীন। সারাবিশ্বেই বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বিশ্বে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক বইমেলারও আয়োজন করা হয়। লন্ডন বইমেলা, আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা, নয়াদিল্লি বইমেলা, কায়রো বইমেলা, হংকং বইমেলা, বুক এক্সপো আমেরিকা (বিইএ), আবুধাবি বইমেলাগুলো হলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের বইমেলা।

আর আমাদের দেশে ফেব্রুয়ারি জুড়ে চলে বইমেলা। এই বইমেলাটি বাঙালির ঐতিহ্যের একটা অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বইমেলা যেমন পাঠকের মনের খোরাক যোগায়, তেমনি লেখকদের আত্মতৃপ্তিতে ভরিয়ে তোলে। পাঠক-লেখকদের মিলন মেলার অপর আরেকটি নামই হলো একুশে গ্রন্থমেলা।

প্রয়াত কথাসাহিত্যিক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক সরদার জয়েনউদ্দীনের চিন্তার ফল এই বইমেলা। তিনি যখন বাংলা একাডেমিতে ছিলেন, তখন বাংলা একাডেমি প্রচুর বিদেশি বই সংগ্রহ করত। এর মধ্যে একটি বই ছিল Wonderful World of Books. এই বইটি পড়তে গিয়েই তার মনে দোলা দেয়। Book ও Fair শব্দদুটি তার হৃদয়কে আন্দোলিত করে। ওই বইটি পড়ার কিছুদিন পরই তিনি ইউনেস্কোর শিশু-কিশোর গ্রন্থমালা উন্নয়নের একটি প্রকল্পে কাজ করছিলেন। কাজটি শেষ হওয়ার পর তিনি ভাবছিলেন বিষয়গুলো নিয়ে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন। এরপরই তিনি চিন্তা করেন এগুলো নিয়ে তো একটি শিশু গ্রন্থমেলার আয়োজন করা যায়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, তার নিচ তলায় তিনি মেলার আয়োজন করেন এবং এটিই বাংলাদেশে প্রথম বইমেলা। সাহিত্যিক জয়েনউদদীন আরো বড় কিছু করতে চেয়েছেন। তাই তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জে একটি গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলায় আলোচনা সভারও ব্যবস্থা ছিল। সেই আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল হাই, শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও সরদার ফজলুল করিম।

এই মেলায় সরদার জয়েনউদদীন একটি মজার কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। বসেছিল বইয়ের পসরা, লোকজনও এসেছিল মোটামুটি। মেলার ভেতরে একটি গরু বেঁধে তার গায়ে লিখে রাখা হয়েছিল 'আমি বই পড়ি না'। সরদার জয়েনউদ্দীনের এই মশকরাই মানুষকে গ্রন্থমনস্ক করেছিল অনেকটাই।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সরদার জয়েনউদদীন যখন গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক, তখন ইউনেস্কো ওই বছরকে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে। গ্রন্থমেলায় আগ্রহী সরদার জয়েনউদদীন এই উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিকগ্রন্থমেলার আয়োজন করেন। সেই থেকেই বাংলা একাডেমিতে বইমেলার সূচনা।

এরপর অনেক চড়াই-উৎড়াই পার হয়ে একুশে গ্রন্থমেলা বর্তমানে একটি শক্তভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে, যা প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি জুড়ে বাঙালির প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে। বইমেলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য প্রথিতযশা লেখক। এসেছে অসংখ্য প্রকাশক। তারচেয়েও বেশি প্রাপ্তি হলো, বৃদ্ধি পেয়েছে পাঠকের সংখ্যা। বইমনস্ক করার জন্য এই মেলার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তবে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাটা বইপ্রেমিদের একটি বেদনার ক্ষত। এই বছর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত বইমেলার স্টলে দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপরই কর্তৃপক্ষ স্টলের সংখ্যা বাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মেলাটি স্থানান্তর করেন। বাড়ানো হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যে মানসে বইয়ে আগুন দেওয়া হয়, অবস্থাদৃষ্টে তার চিত্র উল্টো হয়। মানুষের মনে বইভাবনা যেন আরো বেড়ে যায়। বেড়ে চলে মানুষের ভিড়।

মেলায় শুধু বই কেনা বা বিক্রি নয়, প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা, কবিতা পাঠের আসর, লেখক আড্ডাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনও গ্রন্থমেলার অনুষঙ্গ বিষয়।

এছাড়া লেখককুঞ্জে লেখকদের সাথে পাঠকদের মত বিনিময়ের আয়োজনও করে থাকে বাংলা একাডেমি। পাঠকেরা লেখকদের বইয়ের ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনা করে থাকে এই লেখককুঞ্জে। ফলে লেখক পায় নতুন লেখার প্রয়াশ।

তাই বইমেলা বা একুশে গ্রন্থমেলা শুধু কোনো আয়োজন নয়, একটি বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ॥ ৯০

নারী বিষয়ক কিছু চিন্তা চেতনা

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ

আমরা সবাই অবগত আছি– "৮ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস"। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে একাত্ম হয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের নিজ নিজ কর্ম এলাকাতে এ দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথেই পালন করতে চাই। এই দিন সমগ্র নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও তাদের সকল ভাল কাজের স্বীকৃতি প্রদর্শনের এক বিশেষ দিন। নারী জাতি মা জাতি। আজকের যে কন্যা শিশুটি আমার বা আপনার ঘরে ভূমিষ্ঠ হল সময়ের পূর্ণতায় সেই হয়ে উঠবে কারও না কারও মা। আবার এই একজন মা ছাড়া আমরা যত বড় বস্ বা **অধীনস্থ**- যেই হইনা কেন, কেউই এই সুন্দর পৃথিবীতে পদার্পণ করতে পারি না বা বেঁচে থাকতেও পারি না। তাইতো গানের ভাষায় বলা হয়ে থাকে "মায়ের একধার দুধের দাম, কাটিয়া গায়ের চাম, পাপোষ বানাইলে ঋণের শোধ হবে না, এমন দরদি ভবে কেউ হবে না আমার মাআগো।" এতো বিধির বিধান এবং এর যে বিকল্প বলেও আর কিছুই নেই। তা হলে আর দেরী কেন! আসুন এই দিনটিতে আমাদের পরিবারে, সমাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং অফিস আদালতের মত সকল কর্মক্ষেত্রে সেবারত নারীদেরকে নিয়ে একটু ভাবি! অন্তর নীরবতায় একটু সময় নেই এবং মনের চোখ দিয়ে দেখি ও উপলব্ধি করি- আমাদের মা বোনেরা আজ কে, কোথায় কেমন আছে! ব্যক্তিগতভাবে অন্তত আজকের এই দিনে তাদের প্রত্যেকের সাথে হাসিমুখে দু'চারটা কথা বলি খোঁজ খবর নেই। তাদের কাছ থেকে পাওয়া আন্তরিক সেবা-যত্ন ও ভালবাসার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। সম্ভব হলে তাদের সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করি, বিশেষভাবে যাদের ঘরে বৃদ্ধ মা রয়েছে। তারা কতো না সযতনে আমাদেরকে সেই অসহায় শিশুকালে লালন পালন করেছেন, কত রাত আমার-আপনার অসুস্থতার কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। যার জন্য এই আমরা যে যার অবস্থানে এই পৃথিবীতে একটি সুনির্দিষ্ট জায়গাতে আজও টিকে আছি। সুকুমার রায়ের কথা স্মরণে আনি– তিনি বলেন, "যে গর্ভ তোমাকে ধারণ করেছে সেই গর্ভধারিণী মায়ের প্রতি কর্তব্য কর ও শ্রদ্ধা নিবেদন কর"। তাই আমাদের কর্তব্য আজ তাদেরকে খুশি করা, সম্ভব হলে সামান্য উপহারও প্রদান করা। আর একান্তই অসম্ভব হলে কম পক্ষে একটিবার ফোন করে হলেও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে আমরা যেন ভুল না করি'। এভাবেই নারী দিবসে আমাদের সকল মা-বোনদের প্রতি যথাযথ মর্যাদা আমরা প্রদর্শন করতে পারি। পবিত্র বাইবেলে যিশু কানা নগরে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করে ভোজ কর্তাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এটা কিন্তু তিনি করেছিলেন মূলত তাঁর মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান রেখেই। কেননা যিশুর সময় যে তখনো আসেনি।

১৯১৪ খ্রিস্টবর্ষ হতেই পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে এই ৮ মার্চ, নারী দিবস পালিত হয়ে আসছে। আমাদের প্রিয় মাতৃ ভূমিতে এই দিবসটি পালিত হতে শুরু করে ১৯৭১ সালে সেই স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই। অতপর এই নারী দিবসকে ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং এই দিবসটি পালনের জন্য জাতিসংঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানান। এর পর থেকে আজকের এই দিন পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়েই পালিত হয়ে থাকে দিনটি। আর এভাবেই ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে যুক্ত হয় নারী দিবস।

জাতিসংঘের আহ্বানে একাত্ম হয়ে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির সাথে সমন্বয় রেখে আমাদের নিজেদের পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালক পরিচালিকাগণও এই নারী দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ আমাদের পরিবারগুলিতে, সমাজে, সংঘ সমিতির মাধ্যমে, ধর্মপল্লীতে বা কর্মক্ষেত্রের অফিস আদালতে, স্কুলে, ডিসপেন্সারী বা হাসপাতালে, ক্রেডিট ইউনিয়নে, হাউজিং সোসাইটিতে একটু কর্ম বিরতি নিয়ে সামান্য কিছুর আয়োজন করে হলেও নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারি। কেননা আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারীরা কর্মরত রয়েছে। তারা মুখে না বললেও মনে মনে এই দিনটির অপেক্ষায় থাকেন। তাই আসুন দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে আমরা পালন করি । এদিনের আনন্দ আদান-প্রদানের মাধ্যমে দিনটিকে উৎসবমুখর করে সকল নারীদের জীবনে দিনটি স্মরণীয় করে রাখি। আমার বিশ্বাস এতে করে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্যই আরও অনেক বেশি প্রতিদান পাবে। নারীরা তাদের কাজের স্বীকৃতি লাভ করলে যে কোন কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ, আগ্রহ ও মনোযোগ দ্বিগুণ পরিমানে বৃদ্ধি পাবে। এই নারীজাতি অত্যন্ত কোমল ও নরম স্বভাবের এবং অল্পতেই তারা তুষ্ট। তাদেরকে খুশি করতে খুব বেশি আয়োজনের প্রয়োজনও হয় না। তাহলে আসুন আমরা একত্রে ভেবে দেখি কিভাবে দিনটিকে সুন্দর ও স্বার্থক করে তুলতে পারি! তবে একজন নারী হিসাবে আমার ব্যক্তিগত কিছু চিন্তা চেতনা এখানে সবার সাথে আমি সহভাগিতা করতে চাই–

নারী কে বা কার? আমরা আমাদের পরিবারে, সমাজে দেখি যে নারী কখনো মমতাময়ী মা যিনি পরম স্নেহে আগলে রাখেন তার সন্তানকে, কখনো হয় কারও জীবন সঙ্গী রূপে অর্ধাঙ্গিনী, আবার কখনোবা হয়ে ওঠে সে কারও অত্যন্ত প্রিয়জন, খুবই কাছের একজন মানুষ। হয় সে আদরের ছোট বোন, রড়দি, বৌদি, মাসী বা পিসি ইত্যাদি আরো কত কি! তাই আমরা আপাতদৃষ্টিতে দেখি যে এই নারী শব্দটির সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। সময় ভেদে সংজ্ঞাহীন নানা রূপের অধিকারিণী এই নারীরা কিন্তু তার নিজেকে সম্পূর্ণ উজার করে দিয়ে যায় সবার জন্য। এমন অভিজ্ঞতা পরিবারে মা বোনদের কাছ থেকে কম বেশী আমরা সবাই করেছি।

আমার জানা মতে রাতের পর রাত সন্তানের জন্য অপেক্ষা করার মাঝেও তৃপ্তি খুঁজে পান একজন মা। নিজে না খেয়ে হলেও সন্তানকে অভুক্ত রাখেনি কখনো এই মায়েরাই। কত

রাত পর্যন্ত একজন স্ত্রী অপেক্ষারত থাকেন

তার স্বামীর ঘরে ফিরে আসার অপেক্ষায়। পরদিন আবার পরিবারে সবার প্রতি খেয়াল রেখে এক হাতেই সামাল দেন স্বামী, সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ী ও সংসারের যাবতীয় সব। তারপরও কতশত না পাওয়া লুকিয়ে রাখতে হয় নিজের হাসির আড়ালে। অভিযোগটা তারা যে ভুলেই যান তাদের জীবনে। তাদের প্রতি আমাদের করার কি কিছুই নেই?

আজ সেই দিন! বিশ্বের বুকে প্রত্যেক জন নারী যেন তার নিজ নিজ জায়গাটিতে স্ব-সম্মানে বেঁচে থাকতে পারেন তার জন্য এই আমাদের নারীসমাজকেই প্রথমে সচেতনতা লাভ করতে হবে। প্রত্যেক জন নারীকেই নিজেদের হৃদয় মনে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করতে হবে । তাকে ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে তিনি কে? বা এই পার্থিব জগতে তার করণীয় কি? তাকে নিয়ে সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা কি তা খুঁজে পেতে সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া নিজের মধ্যে ঐশরিক গুণগুলির (বিশ্বাস, আশা এবং ভালবাসা) অনুশীলন ও প্রতিফলন ঘটাতে হবে। অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি সুগভীর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে নিজেদের উপর অর্পিত কর্মদায়িত্ব পালনে সৎ ও বিশ্বস্ত থেকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে হবে একটি সুন্দর পৃথিবী। মনে রাখতে হবে যে আমরা নারীরা চাইলে সবই পারি। তাছাড়া আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে নারীরা আজ স্বয়ংসিদ্ধ। নারীরা আজ কারও উপরে নির্ভরশীল নয়। বরং তাদের উপরই দাঁড়িয়ে আছে পরিবার। আবার কখনো বা তাদেরই উপর নির্ভর করছে কোনও দেশের ভাগ্য বা প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ। তাই বিনম্রভাবেই আজ বলতে চাই যে নারীদের প্রতি সহানুভূতি নয়, এসো যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করি। কোন একজন বিখ্যাত গুণীজন বলেছেন, "যে জাতি নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না, সে জাতির উন্নতিও অসম্ভব।" সুতরাং শুধু আজকের এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এক দিন নয়, বরং বছরের ৩৬৫ দিনই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই উত্তম। নারীদের প্রতি শুধু নানাবিধ বাঁধা নিষেধ আর নয়, যেমন এভাবে বসতে নেই, ওভাবে চলতে নেই, এটা বলতে নেই, ওটা করতে নেই! ব্যাস অনেক হয়েছে। এভাবে আর মেয়েদেরকে দমিয়ে না রেখে আসুন আমরা সবাই একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে তাদেরকে এগিয়ে দেই।

আবার অন্যদিকে দেখি– পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দিলেই যে আমরা নারীরা শুধু সামনে এগিয়ে যাবো তাতো নয়। নিজেদেরও উচিৎ আমাদের ভিতরের মানুষটিকে জাগিয়ে তোলা। আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া। এই পার্থিব জগতে নিজের ও অন্যের জন্য ভালো কিছু করে তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ, প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা। কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদেরকে বার বার আহ্বান জানিয়েছেন যেন আমরা জেগে উঠি। তিনি তার গানের মাধ্যমে আমাদেরকে বলেন–"জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা। জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নী! জাগো স্বাহা সীমান্তে রক্ত-টিকা।।" একইভাবে বিশ্ব নারী দিবসের যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি নেয়া হয় তারও মূল লক্ষ্য এই নারীদেরকে জাগ্রত করা। যেমন-"করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব।" আবার "কেননা সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরের কর্ম জীবনধারা।" তাই নারীদের জেগে ওঠার এখনই প্রকৃত সময়। ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে আমাদের সবাইকেই এই একই লক্ষ্য অর্জনে জেগে উঠতে হবে– এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে পৃথিবীর সবার জন্য (বিশ্ব প্রকৃতি ও ভাই মানুষ) ভাল কিছু হওয়া, করা ও রেখে যাওয়া আমাদের সবার জন্যই একান্ত আবশ্যক।

আজকের এই বিশেষ দিনে একজন নারী হিসেবে সকল নারীদের প্রতি আমার অন্তরের এই কথা– প্রিয় নারী, মা ও বোনেরা জীবনের শুরু থেকেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা, উদার সেবা-যত্ন এবং নিজের সবটুকু দিয়ে গোটা মানবজাতিকে প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছ। তাই সর্বশক্তিমমান ঈশ্বর আপনাকে আরও অদম্য শক্তি, সাহস, সুদৃঢ় মনোবল ও অফুরন্ত ভালবাসা প্রদান করুন এবং তার স্নেহাশ্রয়ে আগলে রাখুন।

সব শেষে পরম পিতার নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা– আন্তর্জাতিক নারী দিবস হয়ে উঠুক আমাদের সকল নারীদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় দিন। তাই বিশ্ব বিধাতাকে ডেকে বলি– আমাদের আজকের এই প্রজন্ম যেন হয় সমতার, আর তাতেই যে সকল নারী পাবে তার প্রকৃত অধিকার। সে লক্ষেই আমার এই জাগ্রত চেতনায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ– এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমরা নারীদেরকে যে শুধু মাত্র শুভেচ্ছাই জানাবো তা নয়। পাশাপাশি নারীদেরকে সম্মান করার অঙ্গিকারও যেন আমরা করি। তবে ভোগের দৃষ্টিতেই শুধু নয়... মায়ের দৃষ্টিতেও যেন সকল নারীকে দেখি। তবেই আজকের এই নারী দিবস পালনের অর্থ সঠিকভাবে পূর্ণতা লাভ করবে। আজকের এই আনন্দঘন বিশ্ব নারী দিবসে সকল নারীদেরকে আহ্বান করে জোরালো কণ্ঠে আমি বলতে চাই– "এসো আমরা নিজেদের আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভরতা রেখে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে ও সবাইকে ভালবেসে সামনে এগিয়ে যাই জীবনের সেই সুগভীর স্বপ্নগুলি পূরণের শুভ প্রত্যাশায়"॥

25TH DEATH ANNIVERSARY

J.MJ.

With Loving Memory of our Daddy,

LATE : LIONEL CLIFFORD GOMES

DATE & PLACE OF BIRTH
14th July 1939, Padrishibpur, Barisal

DIED ON
4th March 1997 in Dhaka
and Buried in Satkhira.

We remember our Daddy with great respect & pride who had left us Twenty Five years ago to join the heavenly Father's Kingdom.

Daddy, even now we miss you in our daily lives. Your guidance, support, and love could never be found anywhere today but we believe, your blessings will be with us forever. You were a great father as well as a good friend to us. You will always be remembered for your good work and honesty in our daily prayer.

Daddy, we always prey to the Almighty God to grant you eternal peace in heaven with our Mum.

You will always be in our mind and prayer as a great father. We love and admire you Dad.

With Love
All Children's & Grand Children's

অমর একুশের বইমেলায় খ্রিস্টান লেখকেরা

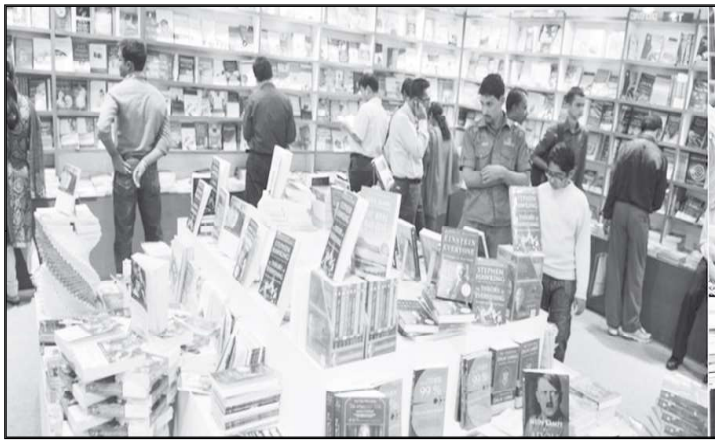

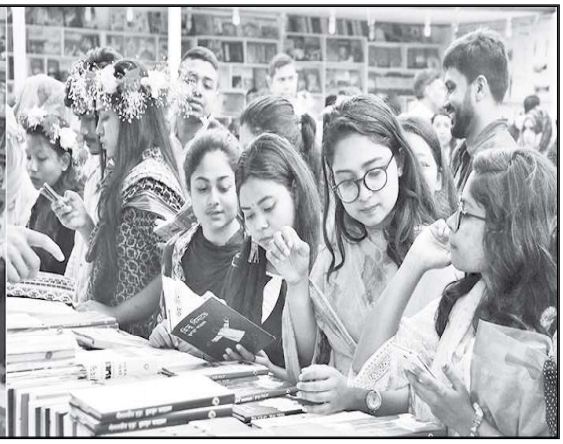

প্রতিবেশী ডেস্ক : "অমর একুশে বইমেলা" বাঙালির জীবনে একটি প্রাণের মেলা, মিলন মেলা। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বইমেলা। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে এই মেলা বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউস প্রাঙ্গণে ও বর্ধমান হাউস ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে অমর একুশে বইমেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি যারা ভাষার জন্য নিজেদেরকে আত্মোৎসর্গ করেছিল তাদের স্মৃতি অম্লান করে রাখার জন্য এই বইমেলার নামকরণ করা হয়েছে "একুশে বইমেলা।"

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউস প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই নিয়ে এই মেলার গোড়াপত্তন করেন। এই ৩২টি বই ছিলো চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশী শরণার্থী লেখকদের লেখা বই। এই বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অবদান। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের অন্যরা অনুপ্রানিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমীকে মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মেলার সাথে সংযুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি। পূর্বে বইমেলা ফেব্রুয়ারি মাসের শুধু প্রথম দিকে হতো কিন্তু পাঠকদের আবেদনে এটি সারা মাস জুড়ে করা হয়। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বইমেলা হতো বাংলা একাডেমিতেই। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পার্শ্ববর্তী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও সম্প্রসারিত করা হয়।

এই বছর অমর একুশে বইমেলায় ৫৩৪টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে এবং ১৩৬১টি নতুন বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও আমাদের খ্রিস্টান সমাজ বই লেখা, প্রকাশ করার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নয় কিন্তু তবুও খুবই আশাব্যঞ্জক যে, এ বছর আমাদের খ্রিস্টান লেখক/লেখিকাদের বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তাদের সাধুবাদ জানাই। আশা রাখি এ যাত্রা চলমান থাকবে। অমর একুশে বইমেলাকে কেন্দ্র করে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস একুশের বইমেলা-২০২২ এ খ্রিস্টান লেখকদের নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

লেখক, ফাদার গৌরব জি. পাথাং

কাথলিক পুরোহিত, লেখক গৌরব জি. পাথাং এর উপন্যাস 'শেষ মিলন' অমর একুশে গ্রন্থমেলা- ২০২২ খ্রিস্টাব্দ অন্যধারা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হল মানবজীবনের নানা সংগ্রাম, দরিদ্রতা, প্রেম-বিরহ, পাওয়া না পাওয়া, ভুল-বুঝাবুঝির পরেও নর নারীর প্রকৃত ভালবাসার মৃত্যু হয় না। প্রেমিক প্রেমিকা মারা যায় কিন্তু প্রেম মরে না। শত বিপদ-বাধা, দরিদ্রতা, মৃত্যু-ভয় তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। শেষে নায়ক নায়িকার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাদের শেষ মিলন ঘটে। হোষ্টেল জীবন, মধুপুরের গারোদের সংগ্রামী জীবন, খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির বিভিন্ন দিক দিয়ে উপন্যাসটি রচিত। বইমেলার ৪১১ বা ৪১২ নং স্টলে বইটি পাবেন।

অ্যান্থনি সজীব কুলেন্তনু

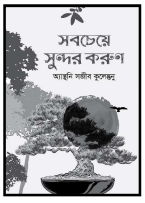

অ্যান্থনি সজীব কুলেন্তনুর একটি গল্প বই "সবচেয়ে সুন্দর করুণ" যা প্রকাশিত হয়েছে নব সাহিত্য প্রকাশনী থেকে। ২০১৩-২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং ওয়েব পোর্টালে প্রকাশিত পাঠক নন্দিত কিছু গল্পের সাথে কয়েকটি নতুন গল্পে সাজানো হয়েছে বইটি। এখানে মানুষের জীবন, হাজারো গল্পের সমাহার। প্রতিটা গল্পের যেমন শুরু আছে তেমন শেষও আছে। তবে গল্পের শুরুটা সুন্দর হলেও শেষটা সবসময় সুন্দর হয়ে ওঠে না। বেদনার পরিসমাপ্তিতে জীবনের কত শত গল্প রয়ে যায় দৃষ্টিসীমার ওপাড়ে বা হারিয়ে যায় চিরতরে। মানব জীবনের এমনই কিছু সুন্দর অথচ করুণ গল্প রয়েছে এ বইতে। বইমেলার ১৩৬ নং স্টলে বইটি পাবেন।

কবি দীনেশ পিটার রেগো

কবি দীনেশ পিটার রেগোর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "বাংলা আমার মা"। এই বইতে মা অমূল্য ধন শীষক কবিতাটি ধ্যানজ্ঞানে পড়ার জন্যে পাঠককুলের প্রতি কবি বিশেষ অনুরোধ রেখেছেন। কেবল এই কবিতাই নয়; মা, জীবনস্মৃতি, স্মৃতির জানালা-পাশে, আমাদের বিজয়, রক্তাক্ত একুশ প্রভৃতি শীর্ষক রচনা রয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। তিনি সুদীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে বিভিন্ন সাপ্তাহিক, দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, সাংবাৎসরিকসহ অসংখ্য সাময়িকীতে তাঁর কবিতা, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি শীর্ষক রচনা আজ অবধি কম-বেশি প্রকাশিত হয়েছে।

দিলীপ গমেজ (সম্পাদনা)

২০২২ খ্রিস্টাব্দে একুশের বইমেলায় এবারই প্রথম বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ও প্রতিভা বিকাশ পরিষদ "বাড়িয়ে দাও তোমার হাত" সংগঠন থেকে প্রকাশিত ৩১ জন কবির কবিতা নিয়ে এবারের যৌথ কাব্য গ্রন্থ "আবেগী জল ছবি"। অসাধারণ কিছু কবিতা নিয়ে সাজানো এই বইটির ইতোমধ্যে বিশাল সাড়া ফেলেছে এবারের বইমেলায়। বইটিতে রয়েছে দেশপ্রেম, মানবিক প্রেমের আকুলতা, অভিমানের মানচিত্র এবং মানব প্রেমের আবেগী কিছু অনুভূতি। পাঁচ ফর্মার বইটি বেহুলা বাংলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইমেলার ৫২২, ৫২৩, ৫২৪ নং স্টলে বইটি পাবেন।

সুপর্ণা এলিস গমেজ

এ বছর অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয় সুপর্ণা এলিস গমেজের বই "সব নারীতেই মা"। বইটি প্রকাশ করেছেন সময় প্রকাশনী। তিনি ঢাকার অদূরে নবাবগঞ্জ জেলার পুরান তুইতাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর, শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষায় স্নাতক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর লাভ করেন।

কবি ও লেখক মিল্টন জে. পালমা

কবি ও লেখক মিল্টন জে. পালমা জাতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত কয়েকটি সমন্বিত কাব্যগ্রন্থে অংশ নিলেও দীর্ঘদিনের চেষ্টায় একক কাব্যগ্রন্থ ও ছোটগল্পের বই "নীল বসন্ত" প্রকাশিত হলো এবারের একুশের বইমেলায়। তিনি অবসর সময় কবিতা, গল্প ও উপন্যাস পড়া এবং গান শুনে সময় কাটাতে পছন্দ করে। স্কুল জীবন থেকে স্কুলের দেয়াল পত্রিকার বদৌলতে কবিতা, ছোট গল্প ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার আগ্রহ জাগে। বিবেক মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন হতে এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে। বইমেলার ৪১ নং স্টলে বইটি পাবেন।

লেখিকা এলিনা মিতা

"নৈঃশব্দ্যের নিঃসঙ্গতা" এর জননী হলেন কবি এলিনা মিতা। এ বছর বইমেলায় রচয়িতা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে "নৈঃশব্দ্যের নিঃসঙ্গতা"। প্রেম, বিরহ, জীবনবোধ, দ্রোহ সবকিছুই তুলে ধরা হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। কবি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে একেকটি কবিতায় রূপ নিতে দেখেছেন রবি ঠাকুরের চোখ দিয়ে। সাধারণ মেয়ে হয়ে ভাবতে শিখেছেন অসাধারণের লক্ষ্যে। মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয় এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই চলেছেন তিনি। বইমেলার ৪৪১ নং স্টলে বইটি পাবেন

লেখিকা রঞ্জনা বিশ্বাস

লেখক রঞ্জনা বিশ্বাস বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প নিয়ে "তর্জনীর গল্প" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে 'যারোয়া বুক কর্নার' থেকে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ উপলক্ষে 'যারোয়া বুক কর্নার' এর বিশেষ প্রকাশনা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত একশত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম একটি হলো "তর্জনীর গল্প"। "তর্জনীর গল্প" ছাড়াও লেখক রঞ্জনা বিশ্বাসের আরো সাতটি বই প্রকাশ পেয়েছে এ বইমেলায়। বইমেলার ৬০৪, ৬০৫ নং স্টলে বইটি পাবেন

লেখিকা রত্না বাড়ৈ

লেখক রত্না বাড়ৈ এর শৈল্পিক সৃষ্টি পুণ্যতোয়া। গ্রন্থটি প্রকাশ পেয়েছে বাংলাদেশ মণ্ডলীর একমাত্র প্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে। তার বইটিতে প্রবাসী জীবনের নানা জটিলতা ও সুযোগ-সুবিধা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি দেশীয় অর্জন ও প্রতিকূলতাসমূহও গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি আগামী প্রজন্মের ব্যবহার ও ভালোবাসাও তুলে ধরেছেন যা পাঠকসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করবে বলে মনে করি। সর্বস্তরের মানুষ, ব্যক্তিগত, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন, দায়-দায়িত্ব, জটিলতা-কুটিলতা, পাপ-পঙ্কিলতা, পরকালীন জীবন এসবই ওঠে এসেছে মূল বিষয়বস্তু হিসেবে। বইমেলার ৪৮৬ নং স্টলে বইটি পাবেন

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

২০২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি থেকে বাইবেল অনুধ্যান "মান্না" তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। একজন পাঠক প্রতিদিন মান্না পাঠের মধ্যদিয়ে ধারাবাহিক বাইবেল পাঠে চার বছরে পুরো বাইবেল পড়তে পারার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। তাছাড়াও খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ও সকলের আত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে সান্তালি, চাকমা ও আরো কিছু জাতিগোষ্ঠির ভাষায় বাইবেল সংকলন করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

আলেক রোজারিও

লেখক আলেক রোজারিও "সেকাল-একাল" বইটি শিরীন পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়। মানবের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কেবল সংস্কৃতির ভিতর দিয়েই। সংস্কৃতি যদি না থাকতো তবে এমন কোনো গুণ নেই যা কোনো প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যেত। সব জীবজন্তু পশু পাখি ও মানুষ খাদ্য খায় কিন্তু এক মাত্র মানবজীবই খাদ্য রান্না করে খায় সংস্কৃতিতে ভর করে। সংস্কৃতি কারো পৈতৃক স্থায়ী সম্পত্তি নয়। আবার কেউ সংস্কৃতি নিয়ে জন্মায় না বরং সংস্কৃতির উপর ভর করেই জন্মায় ও বড় হয় ধীরে ধীরে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, যত উন্নত সংস্কৃতির তত বদল।

লেখিকা ভ্যালেন্তিনা অপর্ণা গমেজ

লেখিকা ভ্যালেন্তিনা অপর্ণা গমেজের "শৈশব কথা বলে" বইটি প্রকাশিত হয়। লেখিকা চেষ্টা করেছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটকে বাস্তবমূখী চিন্তা-চেতনায় মানবিক মূল্যবোধের আলোকে ৮টি গল্পকে নিজের আলোকে সাজাতে। গ্রন্থটি ছোট সোনামণিদের জন্য রচনা করা হয়েছে। একজন কবি, লেখিকা হিসেবে তিনি মনে করেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিজের সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকেই মূল্যবোধের আলোতে বড় করে তোলা উচিৎ। আর পিতা-মাতা অভিবাবকের পরে এই ধরণের বাস্তব মুখী গল্পের উপমাই পারে সন্তানদের ভিতরে সচেতনতা গড়ে তুলতে। বইমেলার ৩১ নং স্টলে বইটি পাবেন।

লেখিকা সিস্টার শিবলী পিউরীফিকেশন

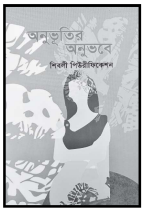

লেখিকা সিস্টার শিবলী পিউরীফিকেশনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অনুভূতির অনুভবে"। "অনুভূতির অনুভবে" কাব্যগ্রন্থটি বিবেক মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন হতে প্রকাশিত হয়েছে। লেখিকার হাইস্কু থেকেই লেখালেখিতে হাতেখড়ি। ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অঢেল কাগজ, কলম ও রং নষ্ট করেছেন।

Miss Mery Shiplov একজন বিশেষ ব্যক্তি যিনি অনেক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন বইটি প্রকাশ করতে।

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

লেখক ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি এর "স্বপ্নযাত্রা" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নলেজ ভিউ প্রকাশনী থেকে। কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয় শিশু কিশোর ও যুবাদের জন্য। এছাড়াও লেখকের আরো দুইটি বই প্রকাশিত হয়েছে। Road to Rhymes" ও "ছড়ায় ছবি ছন্দে আনন্দ"। বইমেলার ২৪১, ২৪২ নং স্টলে বইটি পাবেন

লেখক ফাদার সাগর কোড়াইয়া

লেখক, সাগর কোড়াইয়া একজন কাথলিক পুরোহিত। "বিড়ালপ্রীতি ও অন্তোষ্টিক্রিয়া" তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ যা প্রকৃতি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'বিড়ালপ্রীতি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' একটি ভিন্নধর্মী নামকরণ। ২৭টি গল্পের সমাহার রয়েছে এই বইতে। গল্পগুলোর মধ্যে একটি গল্পের নাম হচ্ছে 'বিড়ালপ্রীতি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া'। গল্পগুলোর মূল উপজীব্য 'মানুষ'। মানুষের জীবনের নানা ঘটনাগুলোকেই তুলে আনা হয়েছে গল্পে। প্রেম-বিরহ, দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দ, ভাঙ্গা-গড়া, অতীত-বর্তমানের মিশেলে গল্প তার পথে চলছে অবারিত। দেখা গিয়েছে তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গল্প তৈরী হয়েছে। কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় প্রকাশনা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'তে নানা সময় ও উৎসবে গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও অনেক গল্প বিভিন্ন উৎসবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে।

বাঙালির জীবনে শুদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে একুশে বইমেলা বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে কালে কালে। নতুন একটি বছর বরণের পরপরই বাঙালি চাতকের তৃষ্ণা বুকে পুরে অপেক্ষায় থাকে একুশে বইমেলার। বই সত্যের বাহক। বই প্রকৃত ও স্বার্থহীন বন্ধুর উপাধী নিয়ে রাজত্ব করছে এবং করবে বাঙালির হৃদয়ে হৃদয়ে। বইমেলা যেমনই অসংখ্য বই ও লেখক/লেখিকাদের প্রকাশ করে যাচ্ছে তেমনি জ্ঞানপিপাসুর মনের আঙ্গিনা উন্মুক্ত করে যাচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে গভীর আবেগ, ভালবাসা। কখনো শোনা যায়নি কোন ব্যক্তি বা জাতি বই কিনে বা পড়ে দেওলিয়া হয়েছে বরং বই মনুষত্ব গঠন, সুবিবেচক ও প্রজ্ঞাবান করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। জ্ঞান আমাদের বিশ্বাস, ভালবাসা আরো দৃঢ় করছে, মানবের প্রতি মানবীয় হতে সাহায্য করছে। খ্রিস্টবিশ্বাসীর হৃদয়ে সাহিত্য চর্চার যে উষ্ণতা প্রবাহিত হচ্ছে, আমরা বিশ্বাস করি তা আগামীতে আরো বিস্তার লাভ করবে। আনন্দের বিষয় যে, প্রতিবেশীর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি, পলিন ফ্রান্সিস ও যোসেফ শরৎ গমেজ-এর কয়েকটি বই যা একুশের বইমেলায় থাকার কথা ছিল। বেশি করে বই কিনুন, অধ্যয়ন করুন ও অন্যকেও উপহার দিন। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের মঙ্গল বয়ে আনুন।

কঠোর পরিশ্রমই সাফল্য আনে

জনি জেমস মুরমু সিএসসি

একজন ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে ছিল। কিন্তু ছেলেটি ছিল খুব অলস প্রকৃতির এবং কোন কাজ না করে শুধু সময় নষ্ট করত। ধনী ব্যবসায়ীটি চাইলেন ছেলেটি যেন তার মতই পরিশ্রমী, দায়িত্ববান ও সফল মানুষ হয়ে ওঠে। তাই তিনি ছেলেকে শ্রমের মূল্য কি তা বুঝাতে চাইলেন। তখন তিনি তার ছেলেকে ডেকে বললেন, 'আজ তুমি বাইরে গিয়ে নিজে কিছু উপার্জন করে আন। কিন্তু যদি তা না পার তাহলে আজ রাতে তোমাকে কোন খাবার দেওয়া হবে না।' ছেলেটি যেহেতু কোন কাজই পারত না তাই সে বাবার কথাটি তেমন গুরুত্ব দিল না। কিন্তু ছেলেটি হঠাৎ করে বাবার এমন কঠোর কথা শুনে ভয় পেল এবং কাঁদতে কাঁদতে সোজা তার মায়ের কাছে গেল। ছেলের চোখে জল দেখে মায়ের মন গলে গেল এবং সে তাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিল। সন্ধ্যায় বাবা যখন তাকে জিজ্ঞেস করল যে সে কি উপার্জন করেছে, তৎক্ষণাৎ ছেলেটি বাবাকে সেই স্বর্ণ মুদ্রাটি দেখাল। তখন বাবা তাকে বলল-মুদ্রাটি কুয়োর মধ্যে ফেলে দিতে। ছেলেটিও তখন সাথে সাথে তাই করল। বাবা যেহেতু অনেক জ্ঞানী মানুষ ছিলেন তাই তিনি বুঝতে পারলেন যে নিশ্চয় এই স্বর্ণ মুদ্রাটি তার মা তাকে দিয়েছে। পরেরদিন তিনি স্ত্রীকে তার বাবার বাড়িতে ঘুরতে পাঠিয়ে দিয়ে আবার তার ছেলেকে বললেন-সে যেন বাইরে গিয়ে নিজে কিছু উপার্জন করে তার সামনে নিয়ে আসে। তা না হলে রাতে তার জন্য কোনো খাবার থাকবেনা। ছেলেটি এবারও কাঁদতে কাঁদতে তার দিদির কাছে গেল এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে দিদি ভাইকে একটা রুপোর মুদ্রা দিল। রাতে বাবা যখন তাকে জিজ্ঞেস করল সে কি উপার্জন করেছেন তখন সে বাবাকে সেই রুপোর মুদ্রাটি দিল। বাবা এবারও তার বুদ্ধির ফলে বিষয়টি বুঝতে পারলেন এবং মুদ্রাটি কুয়োর মধ্যে ফেলতে বললেন। ছেলেটিও তাই করল। পরেরদিন বাবা তার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এরপর আবার, বাবা ছেলেকে বললেন বাইরে গিয়ে পরিশ্রম করে কিছু উপার্জন করে আনতে, তা না হলে বাড়িতে তার কোনো খাবার নাই। এবার ছেলেটিকে সাহায্য করার মত কেউ ছিলনা। তাই সে এবার বাধ্য হয়ে কাজের সন্ধানে বাজারে গেল। সেখানে একজন দোকানদার ছেলেটিকে বলল: সে যদি এই বাক্সটি তার বাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় তাহলে সে তাকে দুটো মুদ্রা দিবে। ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে কোনো উপায়ান্ত না দেখে বাধ্য হয়ে কাজটি করতে লেগে গেল এবং সেই কাজটি শেষ করতে গিয়ে সে পুরো ঘেমে গেল। ভারী বাক্সটি বহন করার সময় ছেলেটির পা কাঁপছিল এবং তার পুরো পিঠ ব্যথা করছিল। বাক্সটির ভারে তার পিঠের চামড়া লাল হয়ে গিয়েছিল। এরপর দিনের শেষে ছেলেটি যখন বাড়ি ফিরে এসে মুদ্রাগুলো তার বাবাকে দেখাল, তখন তিনি তাকে মুদ্রাগুলো কুয়োয় ফেলে দিতে বললেন। ছেলেটি এবার কেঁদে ফেলল। ছেলেটি কখনো চিন্তা করেনি যে তার এত কষ্টের উপার্জন তাকে এভাবে কুয়োয় ফেলে দিতে হবে। সে তখন তার বাবাকে বলল, 'বাবা, কাজ করতে গিয়ে আমার সারা শরীর ব্যথা হয়ে গেছে এবং পিঠে ফুসকুড়ি হয়ে গেছে। দেখ কত কষ্ট করে আমি এই মুদ্রা উপার্জন করেছি। তারপরও কিভাবে আমি এই মুদ্রাদুটো কুয়োয় ফেলে দিব?'

এবার সেই ব্যবসায়ী বাবা হেসে বললেন: যখন কারো কষ্টার্জিত ফল নষ্ট করা হয়, তখন সেই ব্যক্তির নিশ্চয় অনেক কষ্ট হয়। শুরুতে তার মা ও দিদি সাহায্য করায় মুদ্রাগুলো কুয়োয় ফেলে দিতে তার একটুও কষ্ট হয়নি। কিন্তু তার কষ্টার্জিত মুদ্রার প্রতি তার ভালোবাসা। ছেলেটি এবার তার বাবার শ্রমের মূল্য বুঝতে পারল এবং তার বাবাকে কথা দিল যে সে আর অলসতা করবে না ও তার সম্পত্তির যথার্থ ব্যবহার করবে। বাবাও তখন তার ছেলের হাতে তার ব্যবসার ভার তুলে দিল এবং সেও কথা দিল যে সবসময় সে তার পাশে থাকবে।

এই গল্পের শিক্ষা হল: জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু শিক্ষা কঠিনতম পরিস্থিতি থেকে আসে॥

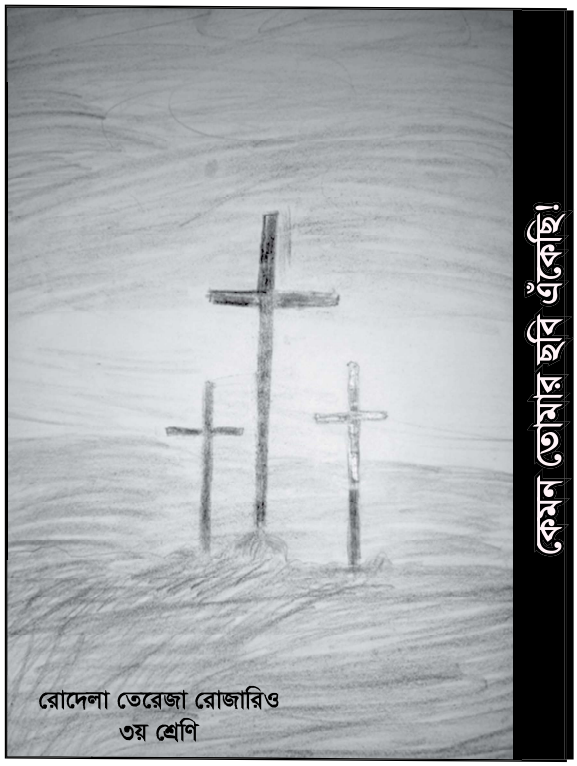

রোদেলা তেরেজা রোজারিও
৩য় শ্রেণি

যিশু হতে চাইলে ক্রুশের যাতনা সইতে হয়!

বিকাশ জে মারাণ্ডী

পুরাতন সভ্যতার স্বপ্ন দেখতে দেখতে, মাঝপথে হটাৎ ঘুম ভেঙে যায়।
যুগ পাল্টে গেছে, লোকে বলে- আধুনিক যুগে আধুনিক হও।
কত রঙ বেরঙের যুগ, কত রঙ বেরঙের বিপ্লব আর পরিবর্তনের কাদা মাখামাখি।
কিন্তু সুবোধ- মানুষের ভেতর পরিবর্তন কিংবা বিপ্লব নেই কেন বলতে পারিস?
এখনো মুদ্রালোলুপ যুদাসেরা বিশ্বাস বিক্রি করে হাটে-বাজারে সস্তা দামে,
পিলাতের রাজ্যে এখনো ফরিসীদের দাপট,
পিলাতের রাজ্যে এখনো চলে
বিচারের নামে যতসব অনাচার অমানবিকতার প্রহসন,
এখনো এক বাক্য এক সুরে অন্ধ জনতা অভিশপ্ত অভিযোগে চিৎকার করে বলে-
ওকে ক্রুশে দাও.. ওকে ক্রুশে দাও..
এখনো শাস্ত্রী, ফরিসি আর ধর্মনেতাদের মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগে অভিযুক্ত
যিশুদের ক্রুশের পেরেক-যাতনা সহ্য করে তিলে তিলে মরতে হয়।
আর নির্লজ্জ বারাব্বাসরা বত্রিশটা নোংরা দাঁত বের করে অট্টহাসে।
সময়ের পরিবর্তন কিন্তু মানুষের মন-মানসিকতার পরিবর্তন কোথায়?
সুবোধ বলে- সবকিছুর পরিবর্তন হয় কিন্তু মানুষের পরিবর্তন হয় না রে পাগলা,
মানুষ অতীতে যেমন ছিল বর্তমানেও তেমনি আছে, ভূত ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে।
তাই এখনো বারাববাস নামক দণ্ডপ্রাপ্ত রাঘব-বোয়াল অপরাধ করেও সহজেই ছাড় পায়।
আর যিশু হলে কন্টকাবৃত ক্রুশের যাতনা সইতে হয়,
যিশু হতে চাইলে ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়॥

আলোচিত সংবাদ

১৯ জুন এস এস সি এবং ২২ আগস্ট এইচ এস সি পরীক্ষা শুরু

চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা ১৯ জুন এবং ২২ আগস্ট এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এছাড়া এস এস সিতে তিনটি বিষয় ও এইচএসসিতে একটি বিষয়ের পরীক্ষা হচ্ছে না। গত মঙ্গলবার শিক্ষাবোর্ডগুলোর ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২২ সালের এসএসসির ও এইচএসসির পরীক্ষা হবে পুনর্বিন্যস্ত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী। এসএসসি তে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান - এই চার বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবেনা। এ বিষয়গুলোর নম্বর সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। আর এইচএসসিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরীক্ষা না নিয়ে তা সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে নম্বর দেওয়া হবে। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ শুরুর জন্য ১৩ এপ্রিল এবং এইচএসসিতে ৮ জুন সম্ভাব্য তারিখের কথা জানিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। পরিক্ষার্থীদের এবার নির্বাচনী পরীক্ষাও দিতে হবে না। এর পরিবর্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা নিতে পারবে। এসএসসির প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ১৯ মে ও এইচএসসিতে ১৪ জুলাই। গতকাল দুই পরীক্ষার নম্বর বিভাজিকাও প্রকাশ করে শিক্ষা বোর্ডগুলো। সেখানে বলা হয়, এসএসসির ও এইচএসসিতে পরীক্ষার সময়সূচি হবে দুই ঘন্টা। প্রতিটি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য ২০ মিনিট এবং রচনামূলক প্রশ্নের জন্য ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট সময় থাকবে। বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র - এই বিষয়গুলোতে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে যেসব বিষয়ে ব্যাবহারিক আছে, সেগুলোতে ৪৫ নম্বরের (রচনামূলক ৩০ ও নৈর্ব্যক্তিক ১৫) এবং ব্যাবহারিক না থাকলে ৫৫ নম্বরের (রচনামূলক ৪০ ও নৈর্ব্যক্তিক ১৫) পরীক্ষা দিতে হবে শিক্ষার্থীদের।

দক্ষিণ সুদানে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের প্রশংসা

বিশ্বের সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদানে ঘরে ঘরে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের প্রশংসা করা হয়। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা দেশটিতে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের পাশাপাশি সড়ক নির্মাণ, স্থানীয়দের চিকিৎসাসেবা দেওয়া, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, খেলার মাঠ তৈরিসহ নানা সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর ফলে দেশটির সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার চোখে দেখে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের। জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা। দেশটির সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সরকারের শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত অনেকেই ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের হৃদয়ে গাঁথা। মানবতা ও সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ মিশনের ম্যান্ডেট শতভাগ বাস্তবায়ন করেছে। কেউ বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে কাছে পায় বাংলাদেশ শান্তিরক্ষীদের। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বই দেওয়া, মিশনে আন্তরিকতার সাথে চিকিৎসাসেবা প্রদান করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

একদিনে এক কোটি ২০ লাখ ডোজ টিকা - স্বাস্থ্য খাতে বিশ্বরেকর্ড

করোনা প্রতিরোধে দেশজুড়ে শনিবার হয়ে গেলো 'একদিনে ১ কোটি ২০ লাখ ডোজ টিকা' ক্যাম্পেন। এক কোটি টিকা প্রদানের লক্ষ্য থাকলেও এদিন টিকা দেয়া হয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ ডোজ। এর মাধ্যমে দেশে প্রায় ২১ কোটি ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে। এতে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৩ ভাগ এবং প্রথম ডোজের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় জানায়, ১ কোটি ডোজের টিকা প্রদানের লক্ষ্য থাকলেও দিন শেষে প্রথম ডোজের টিকা পেয়েছেন ১ কোটি ১১ লাখ মানুষ এবং দ্বিতীয় ডোজের টিকা পেয়েছেন ৯ লাখ মানুষ ; যা বিশ্বে প্রথম ঘটনা।

ইউক্রেনে আটকেপড়া বাংলাদেশীদের উদ্ধার করবে রেডক্রস

ইউক্রেনে আটকেপড়া প্রবাসীদের উদ্ধার করবে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেডক্রস (আই সি আর সি) প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে উদ্ধার করে সুবিধাজনক বর্ডারে পৌঁছে দেবে। রবিবার পোল্যান্ডের বাংলাদেশ দূতাবাস এ তথ্য জানায়; খবর বাংলানিউজের। দূতাবাস এক জরুরী বার্তায় বলেছে, ইউক্রেনে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীরা বর্তমান পরিস্থিতিতে যে যেখানে আটকা পড়ে আছেন তাদের সেখানেই অবস্থান করতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে আই সি আর সি যোগাযোগের মাধ্যমে উদ্ধার করে সুবিধাজনক বর্ডারে পৌছে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৬ কোটি ১০ লাখ ডোজ টিকা পেয়েছে বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এখন পর্যন্ত করোনা টিকার সর্বোচ্চ অনুদান পেয়েছে বাংলাদেশ। দেশটি থেকে বাংলাদেশ মোট ৬ কোটি ১০ লাখ (৬১ মিলিয়ন) ডোজ টিকা পেয়েছে। সোমবার ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে বলা হয়, কোভ্যাক্সের আওতায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ফাইজারের তৈরি কোভিড-১৯ এর আরও ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) ডোজ টিকা অনুদান মাধ্যমে সারাদেশে টিকাদান সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অনুদান দেয়া কোভিড-১৯ টিকার সর্ববৃহৎ গ্রহীতা হয়ে উঠেছে। দূতাবাসের চার্জ ডি'এ্যাফেয়ার্স হেলেন লা-ফেইভ বলেন, ফাইজারের তৈরি টিকার সর্বশেষ এ অনুদানের মাধ্যমে আমাদের দুই দেশের মধ্যেকার অংশীদারিত্ব ও বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশকে বেশি পরিমাণ করোনা টিকা পাঠানো আমেরিকার

করোনা পরিস্থিতির আপডেট	তারিখ	২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা	২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত	আক্রান্তের হার	২৪ ঘন্টায় মৃত্যু	২৪ ঘন্টায় সুস্থ
	২৬/০২/২০২২	১৮৩৫	৭৫৯	৪.১৫	৮	৭৩৪৩
	২৭/০২/২০২২	২১৫৪৩	৮৬৪	৪.০১	৯	৬২৬৪
	২৮/০২/২০২২	২৪৬০৫	৮৯৭	৩.৬৫	৪	৭৯৭৬
	০১/০৩/২০২২	২৩৮১৭	৭৯৯	৩.৩৫	৮	৭৪৬০

- তথ্যসূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো

বরিবাসরীয় (৫ পৃষ্ঠার পর)

পরিবারে, সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের আরাম-আয়েশ ও স্বার্থকেই বড় করে দেখি।

তপস্যাকালের এই ২য় রবিবারের মঙ্গলসামাচার তথা তপস্যাকাল আমাদেরকে স্বার্থপরতার ও হীন মানসিকতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে খ্রিস্টীয় আদর্শে একজন পরার্থপর রূপান্তরিত মানুষ হয়ে উঠতে আহ্বান করে। একই সাথে এই পরার্থপর রূপান্তরিত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য যে শক্তি, সাহস ও উদ্দিপনা প্রয়োজন তার জন্য আমাদেরকে প্রার্থনায় ঈশ্বরের সহিত একান্তে সময় কাটানের জন্য অনুপ্রাণিত করে। প্রার্থনা একদিকে যেমন আমাদের ঐশ প্রজ্ঞা দান করে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অকৃত্রিম ভালবাসা, দান ও আশীর্বাদের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, প্রার্থনা শক্তি দান করে যেন আমরা খ্রিস্টের ক্রুশে মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থানের গভীর অর্থ আমাদের জীবনে অনুধাবন করতে পারি। প্রার্থনাই আমাদের শেখায় আমরা কিভাবে অপরের কল্যাণ কাজ করতে পারি ও অন্যের জীবনে খ্রিস্টের ভালবাসা বিলিয়ে দিতে পারি। তাই আসুন খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, এই তপস্যাকালে আমরা পিতর, যোহন ও যাকোবে মত না ঘুমিয়ে থেকে প্রার্থনার মানুষ হয়ে উঠি এবং খ্রিস্টকে অনুসরণ করে পরার্থপর রূপান্তরিত মানুষ হয়ে উঠতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞবদ্ধ হই। পিতা পরমেশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন॥

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ইউক্রেন-রাশিয়াসহ যুদ্ধাক্রান্ত দেশগুলো নিয়ে উদ্বিগ্ন পোপ ফ্রান্সিস

গত ১ সপ্তাহ ধরে রাশিয়া ইউক্রেনে ধ্বংস তাণ্ডব চালাচ্ছে। দুই দেশের কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও সংলাপও যুদ্ধ রোধ করতে পারেনি। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা হয়নি। রাশিয়া ইউক্রেন দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেছে। তবে ইউক্রেনীয় সেনা ও জনতা সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধের পাহাড় গড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে ইউরোপ ও পশ্চিমা শক্তি রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে ইউক্রেন ও নিজেদের রক্ষা করতে ইউক্রেনকে সমর্থন দিচ্ছে ও রাশিয়াকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। ইউক্রেন-রাশিয়া নিয়ে বিশ্ব উদ্বিগ্ন সত্যি কিন্তু মনে হচ্ছে পোপ ফ্রান্সিস ভীষণ চিন্তিত ও এ সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভবপর সকল কিছু করতে ইচ্ছুক। ইতোমধ্যে সব প্রটোকল ভেঙ্গে পোপ মহোদয় রাশিয়ার দূতাবাসে গিয়ে হাজির হন। সাধারণ কোন রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দেখা করতে হলে ভাতিকানেই সেই বৈঠক করেন পোপ মহোদয়। সময়ক্ষেপণ না করে পুণ্যপিতা রাশিয়ার দূতাবাসে গিয়ে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দূতাবাসে তিনি আধ ঘন্টা অবস্থান করেন। ভাতিকানের সংবাদ সংস্থা জানায়, দূতাবাসে রুশ রাষ্ট্রদূতকে নিজের উদ্বেগের কথা স্পষ্ট ভাষায় জানান পোপ ফ্রান্সিস। পাশাপাশি ইউক্রেনে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পোপ মহোদয় উপবাস করবেন ২ মার্চ রোজ বুধবার।

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস বিশ্ববাসী সকলকে ইউক্রেনে শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে বিশেষ অনুরোধ করেছেন। ২ মার্চ ভস্ম বুধবারে বিশেষ প্রার্থনা ও উপবাস দিবস বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি অনেক কষ্ট ও বেদনা নিয়ে ইউক্রেনের পরিস্থিতি লক্ষ্য করছেন। প্রতিদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠছে। দুঃখ করে পোপ মহোদয় বলেন, মানুষ এখনও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিনাম সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে না। দলীয় স্বার্থ ত্যাগ করে সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, যুদ্ধে কোন দল জয় লাভ করে না; কিন্তু মানবতার পরাজয় ঘটে। আমাদের ঈশ্বর, শান্তির ঈশ্বর; আমাদের পিতা সকলের পিতা, গুটি কয়েক মানুষের পিতা নন। সেই একই পিতার সন্তান আমরা, আমরা সকলে ভাই-বোন। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলে প্রার্থনা করুক ও উপবাস থেকে সেই পিতার কাছে অনুরোধ জানাক ইউক্রেন ও রাশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।

গত শনিবার (২৬/০২) ইউক্রেনে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভালোদিমির জেলেনস্কিকে ফোন করে তাঁর উদ্বেগের কথা জানান। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি পোপকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোপ মহোদয়কে একটি টুইট করেছেন। ইউক্রেনের শান্তি ও যুদ্ধবিরতি কামনা করায় পোপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, ইউক্রেনের জনগণ এ মহান ধর্মীয় নেতার আত্মিক সমর্থন অনুভব করতে পারছে।

সারা পৃথিবী যখন রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ নিয়ে উদ্বিগ্ন তখনই পোপ মহোদয় স্মরণ করিয়ে দেন, ইউক্রেন ছাড়াও পৃথিবীর বহুস্থানে যুদ্ধ চলছে এবং অনেকদিন ধরেই চলছে। ইয়েমেন, ইথিওপিয়া, সিরিয়ায় ... মিডিয়ার এখন সেদিকে নজর কম হলেও যুদ্ধের ভয়াবহতা, দুর্দশা ওই দেশগুলোতেও কম নয়। আমাদের হৃদয় যখন ইউক্রেনে যা ঘটছে তার জন্য বিদীর্ণ, তখন আসুন আমরা যেন ভুলে না যাই বিশ্বের অন্যান্য অংশে - ইয়েমেন, সিরিয়ায়, ইথিওপিয়ায় যুদ্ধ ঘটে চলেছে। আমি আবারও বলছি অস্ত্রগুলো নিষ্ক্রিয় হোক। ঈশ্বর শান্তিস্থাপনকারীদের সাথেই আছেন, যারা সহিংসতা ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে নয়। - **তথ্যসূত্র :** *news.va,* রয়টার্স

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমি জুনেশ ডি রোজারিও, আমি বিগত ৩৫ বছর সাউদী আরবে সাউদী ক্যাটারিং এ কাজ করেছি। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমার সহকর্মী যারা আমার সাথে সাউদী ক্যাটারিং এ আজিজিয়া ক্যাম্পে কর্মরত ছিল আমি তাদের নিয়ে সেখানে একটা সংগঠন করেছিলাম। যার নাম ছিল আজিজিয়া বি এ ই খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন। সেখানে আমরা প্রতি **শুক্রবার** প্রার্থনাসভা করতাম। অর্থ অনুদান দিতাম। সেই অর্থ দিয়ে আমরা একটা শিক্ষাতহবিল গঠন করি। সেই তহবিল থেকে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা হাউজিং সোসাইটিতে রেখে প্রতি বছর সেই টাকার লভ্যাংশ দিয়ে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ অনুদান দিতাম। সেই কার্যক্রম ২০০১ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত চলে আসছিল। বর্তমানে সেই কার্যক্রম আর চালিয়ে যাওয়া **সম্ভব হচ্ছে**না। কারণ আমার এখন বয়স হয়েছে। আমি আর এই দায়িত্ব বহন করতে পারছিনা বিধায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় হাউজিং এ রাখা সব টাকা উত্তোলন করে তিনটি মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হবে।

বর্তমানে সেই অর্থ দাঁড়িয়েছে ৪,১৫,০০০/- (চার লক্ষ পনের হাজার) টাকা। গত জানুয়ারি (২০২২) মাসে সেই অর্থ উত্তোলন করে হাসনাবাদ ইউফ্রেজী স্কুল **এণ্ড** কলেজ, গোল্লা সাধ্বী থেক্‌লা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও তুইতাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রত্যেককে ১,০৫,০০০/- (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা করে দেওয়া হয় এবং বান্দুরা **ক্ষুদ্রপুষ্প** সেমিনারীতে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হয় দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাখাতে ব্যায় করার জন্য।

এ ব্যাপরে আমার সহকর্মী যারা আজিজিয়া ক্যাম্পে কর্মরত ছিল এবং এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল তাদের যদি কারও কিছু জানার থাকে তাহলে নিম্নে আমার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো।

ধন্যবাদান্তে

জুনেশ ডি রোজারিও
উষা ভিলা
১০৫/৮ মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮১৮ ০০৯১১৯

বিজ্ঞ/০০/২২

কারিতাস বাংলাদেশের সংবাদ সম্মেলন

পিটার ডেভিড পালমা ▯ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের সেক্রেটারি জেনারেল ড. আলোয়সিয়াস জন সাংবাদিকদের সাথে তাঁর বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করার জন্য প্রেস ব্রিফিং-এ উপস্থিত হন । উক্ত উনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. বেনেডিক্ট আলো ডি' রোজারিও, কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, পরিচালক-কর্মসূচী জেমস্ গোমেজ ও পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন যোয়াকিম গমেজ। এ অনুষ্ঠানটি সকাল ১১: ৩০ মিনিটে শুরু হয় ও কারিতাস বাংলাদেশ-এর কর্মকতা ও সাংবাদিকসহ প্রায় ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন। ড. আলোয়সিয়াস জন বলেন, তার বাংলাদেশ সফরের উদ্দেশ্য হল-রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত নাগরিকদের প্রতি যে উদারতা দেখিয়েছে এবং কারিতাস বাংলাদেশ এর সেবা নিয়ে যেভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করা এবং কারিতাস বাংলাদেশের গৌরবময় সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনে সামিল হওয়া। আমি এনজিও ব্যুরোর ডিরেক্টর জেনারেল কেএম তারিকুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তার আতিথেয়তায় ও সরলতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। কারিতাসের কাজের প্রতি তার সমর্থন ও প্রশংসা আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" কার্ডিনাল লুইস আন্তনিও গোকিম তাগ্‌লে, প্রেসিডেন্ট ও ড. আলোয়সিয়াস জন সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ- এ নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে। কারিতাস বাংলাদেশ হলো কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ-এর সদস্য সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ড. আলোয়সিয়াস জন জন্মগ্রহণ করেন ভারতের তামিল নাড়ুতে। বর্তমানে তিনি ফ্রান্সের নাগরিক। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কারিতাসে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথমে ফ্রান্সে ও পরবর্তীতে আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশেও কাজ করেন তিনি। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি রোমের দপ্তরে যোগদান করেন। কারিতাসে সেবাদানকালে তিনি বিশ্বের ষাটটি দেশে ভ্রমণ করেছেন ও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ন্যাশনাল অর্ডার অব মেরিটে ভূষিত হন॥

'বইয়ের ডাক' এর অমর একুশে বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি ▯ বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর চড়াখোলা গ্রামের কিছু উদ্যমী যুবকের বই পড়া নিয়ে ব্যতিক্রমী কিন্তু সর্বজনীন আহ্বান 'বইয়ের ডাক' এর আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় অমর একুশে এবং একুশের গ্রন্থমেলা। সকাল ৯টায় ভাষা শহীদদের স্মরণে ও জাতির কল্যাণে শুরু হয় বিশেষ খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। তাকে সহযোগিতা করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে কর্মরত ফাদার আলবিন গমেজ ও ফাদার সাগর ক্রুজ। উপদেশে ফাদার বুলবুল আগষ্টিন সকলকে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং তা যথাযথভাবে চর্চা করার আহ্বান রাখেন।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অতিথি সহযোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর পরই বইয়ের ডাকের অমর একুশের বইমেলা - ২০২২ খ্রিস্টাব্দের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধান অতিথি ফাদার আলবিন গমেজ। বক্তব্য পর্বে বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ রড্রিক্স বলেন, ছোটবেলা থেকেই শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছি এবং যুব বয়সে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছি দেশকে রক্ষা করতে। বায়ান্নতে বীর বাঙালি ভাষাকে রক্ষা করেছে আর ৭১'-এ দেশকে স্বাধীন করেছে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। ফাদার আলবিন গমেজ ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে যুব সমাজকে আহ্বান করেন, ভাষার সঠিক প্রয়োগ করতে এবং মাতৃভাষাকে প্রযুক্তির ভাষার সাথে একাত্ম করতে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, বই এর ডাকের স্বপ্নদ্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক দিলীপ টমাস রোজারিও, চড়াখোলা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট কমল গমেজসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

বক্তব্যমালার পর অতিথিসহ সকলে বইয়ের স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং বই ক্রয় করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে বইমেলা। উল্লেখ্য এই মেলায় মোট ৯টি স্টল ছিল যেগুলোর নামকরণ করা হয়েছিল বিভিন্ন শহীদ নামেও চড়াখোলা গ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে। বিকাল ৫টা থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেখানে অনেক মানুষের উপস্থিতি ছিল। উল্লেখ্য, অমর একুশের এই গ্রন্থমেলায় মিডিয়া সহযোগী ছিল সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন চড়াখোলা গ্রামবাসী, সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সিগনিস বাংলাদেশ॥

TEJGAON HOLY TOWER

SIMPLE MAKES PEACEFUL LIFE

27, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka -1215

রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেইট এলাকায়, তেজগাঁও ক্যাথলিক গির্জার অতি সন্নিকটে, বটমলী হোম স্কুল ও হলিক্রশ স্কুল সংলগ্ন অবস্থিত **'TEJGAON HOLY TOWER'**। এতে থাকছে দশ তলা বিল্ডিং এর ৩টি ইউনিটে ২৭টি ফ্ল্যাট এবং থাকছে গ্রাউন্ড-আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে কার পার্কিং সুবিধা।

SPECIAL FEATURES

- Super quality imported (Made by Germany) Lift for 6 Persons capacity shall be provided.
- Generator (Made by Germany) connection for operating Lift, Water Pump, Lighting the common Area, Two (2) emergency light points, One Fan point in each apartment in case of power failure.
- Wide main entry driveway with decorative security gate.
- Meeting/Conference room at top roof area.
- CCTV.
- Fire Safety Net Facilities with Fire Extinguisher in every Floor.
- RCBO Residual Current Circuit Breaker.
- 4KW Electricity for every Flat.
- Highly Standard winner or equivalent switch and plug paint.
- IPS_AC-Intercom-DS Line.
- Number Plat_Security Lock_Door Chain-Check Reviewer.
- Gas Point-Double Burner Stainless Steel.
- Exhaust Fan.
- Giger Point.
- CHNIT Solar Powered Panel.
- Italian Brand Pedrollo Water Pump.

SRIJONEE MARY PROPERTIES LIMITED

+880 1778 302 108
+880 1316 100 856

147/E, East Razabazar, 5th Floor
Tejgaon, Dhaka-1215

Facebook.com/smpltd.info

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

–ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ–

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)

২. শেষ ইনার কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৩. প্রথম ইনার কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা = ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা = ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি = ৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা –
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮২ ◆ সংখ্যা - ০৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 09
Regd. No. DA-34
◆ 6 - 12 March, 2022, ২১ ফাল্গুন - ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী, আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা (বুকড)
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

লেখা আহ্বান

তপস্যাকালের সংখ্যার জন্য

সম্মানিত পাঠক, লেখকবৃন্দ 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। ২ মার্চ ভস্ম বুধবারের মধ্যদিয়ে শুরু হচ্ছে তপস্যাকাল। এই সময়কালের বিভিন্ন চিন্তা- চেতনা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে আপনার লেখাটি শিঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

পুনরুত্থান সংখ্যার জন্য

আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ সংখ্যা। তাই আপনার বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, ছোটদের আসর (অংকিত ছবি, গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি), সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, পত্রবিতান, মতামত আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন ২৯ মার্চ -এর মধ্যে। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবেনা। আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে।

যারা ডাকযোগে এবং ই-মেইল-এ লেখা পাঠাবেন অবশ্যই 'পুনরুত্থান সংখ্যা, বিভাগ... লিখতে ভুলবেন না। ই-মেইল-এ পাঠালে Sutonny ফন্ট এবং Windows 97 এ কনভার্ট করে ই- মেইল-এ বিষয় অবশ্যই 'পুনরুত্থান/ লিখবেন। লেখা প্রকাশের অধিকার একমাত্র সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত। – *সম্পাদক*

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:
wklypratibeshi@gmail.com

পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে ক্রিস্ট আহ্বান

বিটিভির ২০২২ খ্রিস্টাব্দের পুনরুত্থান অনুষ্ঠানের জন্য ক্রিস্ট দরকার। প্রভু যিশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে কেন্দ্রে রেখে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধসম্পন্ন পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন মিনিটের অনুষ্ঠানের জন্য ক্রিস্ট আহ্বান করা হচ্ছে। যেখানে ধর্মীয় গান ও নৃত্যসহ নাট্যাংশ থাকতে পারে। ক্রিস্ট জমা দেবার শেষ তারিখ ৮ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

ক্রিস্ট পাঠানোর ঠিকানা :
পরিচালক, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org